সোরেন কিয়েকেগার্ড - আধুনিকত ার উৎস সন্ধানে

অমল বন্দোপাধ্যায়

প্রস্তাবনা

১৮৫৫ সালে, মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে, সোরেন কিয়ের্কেগার্ড যখন কোপেনহেগেনের একটি রাস্তায় হঠাৎ হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান, তখন বিদেশে তো দূরের কথা, এমনকি তাঁর স্বদেশ, ডেনমার্কেও তিনি বহু পরিচিত ও জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন না। জীবদ্দশায় সাত আটখানি বই তিনি প্রকাশ করেছিলেন এবং প্রত্যেকটি Anti-Climcus জাতীয় বিচিত্র ছদ্মনামে এবং প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যেই ছিল হয় ডেনমার্কের (অর্থাৎ লুথেরান Lutheran) চার্চের বিদ্ধে বিষোদগার নতুবা আদিম খৃষ্টধর্মকে ফিরিয়ে আনার জন্য আবেদন। সেই আবেদনের মধ্যে ছিলকিছু গাঢ় দার্শনিক অনুধ্যান, কিছু অত্যাশ্চর্যকর নতুন চিন্তার ইঙ্গিত এবং সেই সঙ্গে ছিল প্রচুর ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, মস্করা ,ঠাট্টা এবং জার্মান, ইংরাজী, ফরাসী ও ডেনিশ সাহিত্য, গ্রীক ট্র্যাজেডি এবং মোৎসার্ট -এর সঙ্গীত নিয়ে মনোজ্ঞ, বিদগ্ধ আলোচনা। এ এক বিচিত্র জগা খিচুড়ি যার রসগ্রহণের জন্য উনিশ শতকের ডেনমার্ক বা ইউরোপ একবারেইপ্রস্তুত ছিল না। অনেকের কাছেই বোধহয় মনে হয়েছিল এগুলো কোন উচচশিক্ষিত উৎকেন্দ্রিকের প্রলাপ। মৃত্যুরপ্রায় সঙ্গে সঙ্গে কিয়ের্কেগার্ড বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর নিয়তি তাঁর কপালে লিখেছিল মরণোত্তর খ্যাতি। তাঁর মৃত্যুর প্রায় ষাট -সত্তর বছর পরে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ও অব্যবহিত পরে, কিয়ের্কেগার্ডের রচনা প্রথম জার্মানে অনুদিত হয়ে হুহু করে ----বা রথের দিনে পাঁপরভাজার মত---বিক্রী হতে শু হয়। কে বা কাহাদের উদ্যমে এই ঐতিহাসিক অনুবাদ শু হয়েছিল তা আমার জানা নেই কারণ আমি কিয়ের্কেগার্ড -বিশারদ নই। কিন্তু আমরা সবাই জানি যে ঐ অনুবাদের ফলে কিয়ের্কেগার্ড প্রায় রাতারাতি তণ অর্থাৎ উঠতি জার্মান দার্শনিকদের উপর প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। এদেঁর মধ্যে দুজন এখন বিখ্যাত নাম। কার্ল ইয়াসপের্স যিনি ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী অস্তিত্ববাদের এবং মার্টিন হাইদেগার, নিরীশ্বরী অস্তিত্ববাদের নেতা। সেই থেকে কিয়ের্কেগার্ডের একটাই পরিচয়, হয় অস্তিত্ববাদের জনক নতুবা অস্তিত্ববাদের অন্যতম অনুপ্রেরক।

অস্তিত্ববাদকে ঘিরে উদ্দীপনার দিন শেষ হয়েছে বেশ কিছু দিন আগেই। চিন্তার ইতিহাসে কিয়ের্কেগার্ড আছেন এবং থাকবেনও ; কিন্তু আজ তাঁকে নতুন করে অলোচনায় বসতে হলে আরো কয়েকটি নতুন সমস্যা অনিবার্যভাবে হাজির হবে যে সমস্যাগুলি ১৯৪০ কিম্বা ৫০ এর দশকে ছিল না অর্থাৎ উত্তর - আধুনিক চিন্তার প্রশ্ন। কিন্তু তারচেয়ে বড় কথা এই, এই ভাবুককে ভারতীয় পাঠক মহলে পরিচিত করার সামনে একটা অন্তরায় রয়ে গেছে। ওঁর সঙ্গে অন্যান্য ইউরোপীয় ভাবুকদের পার্থক্য এই যে উনি মূলত এক ধর্মীয় চিন্তাবিদ এবং গভীরভাবে খৃষ্টান এবং সমস্ত লেখা ব্যতিত্রমহীনভাবে, খৃষ্টধর্মের মূল বিশ্বাসগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । এই বিশ্বাসগুলির সঙ্গে অধিকাংশ ভারতীয়দের কোন নিবিড় পরিচয় নেই।

প্রথমত, সাধারণভাবে ভারতীয়রা----এবং বিশেষ করে হিন্দুরা---অন্য সম্প্রদায়ের ধর্ম সম্বন্ধেএক তুহিন অকৌতূহল পোষণ করেন। আজকাল, ত্রিসমাসের রাত্রে বাঙালী (হিন্দু) উচচবিত্তদের খাদ্যপানীয় সমেত হুল্লোড় -এর মধ্যে ঐ ধর্মকে জানবার কোন আগ্রহ নেই। ওটা বিশ্বায়ন আর ভোগবাদের বিকৃত রূপ মাত্র। পক্ষান্তরে খৃষ্ট ধর্মের যেটিসর্বপ্রধান মূল বিশ্বাস (dogma), অর্থাৎ আদি পাপ (Original Sin) এর মধ্যেও এমন বক্তব্য আছে যা কোন হিন্দুর কাছে সহজে বোধগম্য হবে না এবং একথা বোধ হয় মূল বিশ্বাস নেই। সৃষ্টির আদিকালে, সদ্যদৃষ্টি আদিম দম্পতি আদম ও ইভ্ (তখনও তাঁরা স্বর্গের অধিবাসী) কে জানানো হয়েছিল যে সৃষ্টির সবকিছুর মধ্যে একমাত্র জ্ঞানবৃক্ষের ফল নিষিদ্ধ। তাঁরা এই নিষেধাজ্ঞা মানেন নি ফলত তাঁদের স্বর্গচ্যুত হতে হয় এবং আদি পাপের ফলস্বরূপ সমগ্র মানবজাতি অপরাধী বলে বিবেচিত হয় কারণ এই অপরাধ উত্তরাধিকার সূত্রে সমগ্র মানবজাতির উপর বর্ত্তেছে। আধুনিক আইনের দৃষ্টিতে একজন অপরাধীর বিচার ও সাজা হয় কিন্তু তার পুত্রকন্যারা অপরাধী বলে বিবেচিতহয় না। কিন্তু খৃষ্টধর্মের এই মূল বিশ্বাস কোন স্বচ্ছ আইনের উপর নির্ভরশীল নয় ঠিক যেমন হিন্দুদের জন্মান্তর -বাদ জীববিদ্যা (Biology) -র তোয়াক্কা করে না। কিন্তু কিয়ের্কেগার্ড খৃষ্টধর্মের সব কটি মূল বিশ্বাসকে অপ্রত্যর্ক্য বলে মেনে নিয়েছিলেন এবঁ তাঁর রচনায় সর্বত্র এই প্রগাঢ় বিশ্বাসের ফল্গুধারা সহজেই প্রত্যক্ষ। এটাই প্রধান সমস্যা।
আমরা যখন হিউম কিম্বা কান্ট, হেগেল কিম্বা ফিক্‌টে, মার্কস ফয়্যারবাখ, হাইদেগার কিম্বা ভিৎগেনষ্টাইন পড়ি আমাদের এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। ওঁরা লিখেছেন সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে। কিয়ের্কেগার্ড লিখেছেন তার স্বদেশবাসী বা ইউরোপীয় খৃষ্টানদের জন্য।

আরও একটি সমস্যা আছে ; সেটা অবশ্যই পুরোপুরি অ্যাকাডেমি অর্থাৎ বিদ্বৎজন ও পেশাদারী দার্শনিকদের সমস্যা । আমি ইতিমধ্যেই বলেছি য়ে কিয়ের্কেগার্ডের রচনা এক ধরনের জগাখিচুড়ি। তিনি ছিলেন হেগেল-বিরোধী এবং সবপ্রকার পদ্ধতিবদ্ধ চিন্তার বিদ্ধে। তাই, বোধহয়, উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে, পদ্ধতিবদ্ধ চিন্তাকে ভেঙে ফেলার জন্য, প্রায়শঃই পথভ্রষ্ট হয়েছেন ; এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন। প্রাচীন ও আধুনিক লেখকদের উল্লেখ করেছেন ; প্লেটো ও গ্রীক লেখকরা তো আছেনই ; প্রায়ই উদ্ধৃত করেছেন শেক্‌সপীয়ার থেকে যাঁর লেখা উনি পড়েছিলেন শ্লেগেলের জার্মান অনুবাদে। ফলতঃ অনেক পেশাদারী দার্শনিকরাই তাঁকে সমগোত্রীয় বলে মানতেচান না। অক্সব্রিজে (Oxford + Cambridge)-র পন্ডিতরা বলেন কিয়ের্কেগার্ডের লেখা দর্শন নয় ; ওটা তো লি-ট্রে-চার।

পরিশেষে একটা কথা জানিয়ে রাখি আপনাকে ---অর্থাৎ যাঁর হাতে ঠিক এই মুহূর্তে, এই লেখাটি রয়েছে ---যে প্রবন্ধটি আপনি পড়তে শু করেছেন সেটিও কোন অ্যাকাডেমিক প্রবন্ধ নয়। আমিও কিয়ের্কেগার্ডকে অনুসরণ করে, দিগভ্রষ্ট হয়েছি, প্রায়শঃই প্রসঙ্গান্তরে গেছি। মূল বক্তব্য পরিত্যাগ করে কখনো নৃতত্ত্ব (anthropology) কখনো ইতিহাস এবং কখনো সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছি। এমনকি আমার তিন জন অতিপ্রিয় বাঙালী লেখকদেরও আলোচনা আছে এর মধ্যে । অর্থাৎ আপনার হাতেও এখন রয়েছে এক টুকরো লি-ট্রে-চা-র।

এক

আদিম ধর্মবিশ্বাসের রূপরেখা

আশ্চর্যের কথা এই যে, খৃষ্টধর্মকে কিয়ের্কেগার্ড পুনজ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন, উনিশ শতকের পজিটিভিজমের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য যার আশ্রয় তিনি খুঁজেছিলেন, সেই খৃষ্টধর্মে যীশু খৃষ্টের কোন ভুমিকা নেই বললেই চলে। বাইবেলের দ্বিতীয়াংশে ---যাকে বলা হয় New Testament এবং লেখা হয়েছে গ্রীকে ----প্রথমে রয়েছে চারটি Synoptic Gospel যাতে বর্ণিত হয়েছে যীশুর জীবন বৃত্তান্ত এবং শেষাংশের প্রায় সবটাই সেন্ট পলের রচনা। পলের প্রচন্ড চেষ্টায় খৃষ্টধর্ম এসেছিল ইউরোপে। এই অসামান্য বুদ্ধিমান মানুষটি জন্মসুত্রে ছিলেন ইহুদী কিন্তু শিক্ষা, চি ও মানসিকতায় পুরোপুরি গ্রীক। এই নব টেষ্টামেন্টের কোন আকর্ষণই কিয়ের্কেগার্ড কখনোঅনুভব করেছিলেন বলে মনে হয় না। অন্তত, তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সহজপ্রাপ্য রচনাগুলো পড়ে আমার তাইধারণা হয়েছে।

ঈশ্বরে বিশ্বাস কি এবং সেটা কি পরিমাণ অন্ধ, জ্বলন্ত ও তর্কাতীত হতে পারে সেটা নিজে বোঝবার ও অন্যদের বোঝবার জন্য কিয়ের্কেগার্ড ফিরে গেছেন বাইবেলের প্রথমাংশে, Old Testament -এ যা লেখা হয়েছে হিব্রুতে যা প্রাচীন হিব্রু জাতির (অর্থাৎ ইহুদীদের) ইতিহাস, তাঁদের ধর্মাচার তাঁদের বিভিন্ন বিশ্বাস ও প্রথার বিবরণ। যার পাতায় পাতায় রয়েছে মভুমির উষ্ণ বাতাস আর এক হিংস্র ঈশ্বরের অবিশ্বাস্য খামখেয়ালীপনা। এখানে যীশুর ভালবাসা বা মানুষের প্রতি সমবেদনা কিম্বা গ্রীক যুক্তির বাস্পমাত্র নেই।

তাঁদের ঈশ্বরের প্রতি প্রাচীন হিব্রু জাতির অপরিমেয় বিশ্বাসের উদাহরণ হিসাবে কিয়ের্কেগার্ড বেছে নিয়েছেন আব্রাহামের সন্তান উৎসর্গের কাহিনী যা তাঁর প্রথম প্রামাণিক টাইটেল রচনা Fear and Trembling -এর বস্তু বক্তব্য। এই কাহিনী প্রাচীন টেষ্টামেন্টের প্রথম পরিচ্ছেদ Genesis -এর ২২ নম্বর অংশে। আমি নিজের ভাষায় এই কাহিনীর সারাংশ দেবার দায়িত্ব না নিয়ে মূল বাইবেল থেকে মূল কাহিনীটি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি।

“And it came to pass to pass after these things, that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham ; and he said, Behold, here I am. (22.1.)” And he said, Take now thy son thy son, thine only son Issac whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah ; and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of.(22.2)

”-’And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took two of his young men with him, and Issac his son, and clave the wood for the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him (22.3)”…

…-’and they came to the place which God had told him of ; and Abraham built an altar there and laid the wood in order, and bound Isaac his son and laid him on the alter upon the wood (22.9).”-’And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son (22.10).” অর্থাৎ, আব্রাহামের ঈশ্বর সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে আব্রাহামকে প্রলুব্ধ করলেন তাঁকে সন্তান হত্যায়। উদ্দেশ্য ; শুধু পরীক্ষা করে নেওয়া আব্রাহামের ঈশ্বর ভক্তি কি পরিমাণ শক্ত, তর্কাতীত এবং অন্ধ ছিল এটা যাচাই করে নেওয়া । এখানেই কাহিনীর শেষ নয়। পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ আব্রাহাম ফিরে পেলেন তাঁর পুত্রকে । -’And he (God) said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him : for now I know that thou fearest God, Seeing thou not withheld thy son, thine only son from me (22. 12).”

আমরা যারা তাণ্যে বিশ্বাস হারিয়েছি এবং এই ধরনের শিশু হত্যাকে সমাজতত্ত্ব (Sociology) বা সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে অভ্যস্ত তাদের কাছে আব্রাহামের এই কাহিনী মোটেই একক, অনন্য বা ইতিহাসচ্যুত কোন ঘটনা নয়। এরকম ঘটনা অনেক নথিবদ্ধ আছে এবং সেগুলো প্রমাণ করে যে কোন এক রক্তপিপাসু দেব বা দেবীকে সন্তুষ্ট করার অছিলায় বা অজুহাতে প্রাচীন মানুষ তার অদমনীয় জিঘাংসাকে ধর্মীয় রূপ দেবার চেষ্টাকরেছে।

ট্রোজান যুদ্ধের সময় গ্রীক নৌবাহিনী যখন ট্রয় -এর দিকে এগিয়ে আসছিল---- ভূমধ্যসাগরের কোন এক ছোট দ্বীপের কাছে এসে ----অনুকুল বাতাসের অভাবে সে বাহিনী হঠাৎ আটকে যায় । এই অনড় অবস্থা কিছুদিন চলার পর দিব্যজ্ঞানী কালকাস্ ধ্যানযোগে জানতে পারলেন যে ঐ বাহিনীতে উপস্থিত রাজা অ্যাগামেম্নন্ কিছুদিন আগে দেবী আর্টেমসকে ভজনা না করায় দেবী ক্রুদ্ধা হয়েছেন ; তাই বাতাস অন্তর্হিত। দেবীকে সন্তুষ্ট করার একমাত্র উপায় অ্যাগামেম্ননের কন্যা ইফিগেনিয়াকে ঐ দেবীর উদ্দেশ্যে বলি প্রদত্ত করা। এই কাহিনীর উপর ভিত্তি করে ইউরিপিডেস-এর নাটক Iphigenia at Tauris রচিত। ঐ নাটকে অবশ্য ইফিগেনিয়াকে শেষ পর্যন্ত বলি দেওয়া হয়নি। বৃদ্ধ বয়সে ইউরিপিডেস আরো একটি নাটক লিখেছিলেন ইফিগেনিয়ার উপর।

James George Frager-এর The Golden Gonghনামক বিশাল বইটি আজ পেশাদারী নৃতাত্ত্বিকদের কাছে মর্যাদা হারিয়েছে কারণ এই বইয়ের শেষে যে মেকী বিবর্তনবাদ প্রচার করা হয়েছে এটা দেখাবার জন্য যে একমাত্রইউরে

াপীয়দের আধ্যত্মিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতি হয়েছে তা এখন নিন্দিত ও ধিকৃত। তথাপি এই বইয়ে এমন অনেক তথ্য আছে যেগুলো পুরাণো পুঁথি থেকে সংগৃহীত সেগুলো মূল্যবান। শিশুহত্যার ধর্মীয় রূপের বহু সংবাদ এখানে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে আমরা একটা বেছে নিতে পারি। -'Thus philo of Byblus, in his work on the Jews, says:-'It was an ancient custom in a crisis or great danger that the ruler of a city or nation should give his beloved son to die for the whole people, as a ransom offered to the avenging demons and the children thus offered were slain with mystic rites."

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একটু আগে, প্রকাশিত Grant Allen এর আলোড়ন তোলা বইয়েও কিছু খবর আছে ধর্মের নামে শিশু হত্যার। সেখান থেকেও আমরা একটি বেছে নিচিছ।

"We know that in times of national calamity the Phoenicians used thus to sacrifice their dearest to Baal. Phoenician history, we know from porphyry, is full of such sacrifices.

এবার দেশে ফেরা যাক। আমাদের দেশেও গঙ্গায় শিশুকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার কাহিনী রয়েছে এবং সেগুলো নিছক অ াজগুবী নয়। এ ব্যাপারে একটি অসামান্য রচনা রয়েছে বাংলা কবিতার ইতিহাসে। রবীন্দ্রনাথের দেবতার গ্রাস। সাগর থেকে ঘরমুখো তীর্থযাত্রী বোঝাই নৌকো যখন গঙ্গার উত্তাল ঢেউয়ে ডুবতে চলেছে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নিরক্ষর মাঝির চীৎকার, বাবারে দিয়েছ ফাঁকি তোমাদের কেউ / যা মেনেছে দেয় নাই তাই এত ঢেউ / অসময়ে এ তুফান...," প্রবীণ এবং সম্ভবত শিক্ষিত ব্রাহ্মণের অবচেতনে মুহূর্তের জন্য জাগিয়ে তুলেছিল ভুলে যাওয়া অতীতের একআদিম প্রথা। ষ্ট, ক্ষুব্ধ, ক্ষুধার্ত কোন ঈশ্বরকে শিশুর রক্ত দিয়ে সন্তুষ্ট করার স্মৃতি টিকে ছিল মৈত্র মহাশয়ের অবচেতনে বা যাকে ইয়ুঙ্গ (Jung) বলেছেন Collective Unconscious বা গোষ্ঠী -অবচেতন। মনের সর্বাপেক্ষা অন্ধকার প্রদেশ থেকে ওটাকে টেনে বার করে আনার জন্য প্রয়োজন ছিল শুধু একটি প্রবলভাবে বিশ্বাসী মানুষের হুঙ্কার। অবশ্যই, শুভ বুদ্ধি ফিরে আসা মাত্রই ঐ প্রবীণ ব্রাহ্মণ গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন ঐ শিশুটিকে ফিরিয়ে আনার ব্যর্থ প্রচেষ্টায়। উনি নিজেও আর ফেরেননি। দেবতার গ্রাস সভ্যতার সংকটের একটি দলিল। এ ধরনের কবিতা বাংলায় আর নেই ।এটি লেখা হয়েছিল ১৩০৪ বঙ্গাব্দে, অর্থ াৎ উনিশ শতকের একেবারে শেষে যখন ঐ শতকের হঠাৎ আলোর ঝলকানির রেশ তখনও চলছিল, গভীরভাবে যুক্তিশীল মানুষদের পদযাত্রার প্রতিধবনি তখনও শোনা যায়। কিন্তু সভ্যতা, বিবেক যুক্তি, আলোর তৃষ্ণা মানুষেকে ঠিক কতটা বদলাতে পারে ---সে সম্পর্কে এখন পাশ্চাত্যের ভাবুকদের মধ্যে প্রচন্ডসন্দেহ । জার্মানীর বৌদ্ধিক সমাজে ইদানীং একটি ছোট বাক্য বা বচন খুবই ব্যবহৃত হচে, উনফোলেন্‌ডেটে ফ্যারনুনন্‌ফ্‌ট (Unvollendete Verununft) বা অসমাপ্ত যুক্তিবাদ।

একবিংশ শতাব্দীর শুতে, আব্রাহামের সন্তান উৎসর্গের প্রসঙ্গ উঠ লে এই আলোচনাগুলো অনিবার্যভাবে এসে হাজির হবে। তাতে অবশ্যই কিয়ের্কেগার্ডের কিছুই আসে যায় না। পুরাকালে যে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র শিশু হত্যা হয়েছে ধর্মের নামে সেটাও তাঁর অজানা নয় , কিন্তু এই রচনায় তিনি খুব জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে তাঁর আব্রাহম এক, অনন্য, অপ্রতিম। ঢন্দ্র ঙ্গন্দ্ব ভ্রনপ্তপ্ত প্তঙ্গঙ্গন্সত্র প্তনব্ধব্ধপ্তন্দ্ব প্পঙ্গভ্জন্দ্ব ন্তপ্তঙ্গবন্দ্বপ্তন্তু ঢ ড্ধন্দ্ব ত্ঙ্গব্ধ প্পভ্রন্তড় স্তঙ্গভ্রব্ধ ব্ধড়ব্ধ ন্ত ব্ধড়ন্দ্ব ভ্রড়ঙ্গপ্তন্দ্ব ভ্রঙ্গভ্জপ্তস্ত ঙ্গন্দ্ব ভ্রনপ্তপ্ত ত্ঙ্গব্ধ ন্দ্রন্তস্তত্র বন্তব্ধপ্তন্দ্বত্রপ্তঙ্গব্ধন্ত ছন্দ্বপ্রন্তন্দ্বন্সব্ধত্র প্তব্ধন্দ্বভ্জ ন্তবব্ধন্তন্দ্ব ভ্রড়নন্তড় ন্সভ্জপ্পন্দ্ববদ ত্ঙ্গব্ধড়ন্তব্ধপ্প, নন্দ্র নব্ধ ন্দ্রব্দব্ধ ব্ধড়ব্ধ ট্ভ্রড়প্প নবদ ব্ধড়ন্দ্ব ভ্জন্দ্বন্সভ্জন্দ্ববন্দ্বব্ধব্ধনল্লন্দ্ব ঙ্গন্দ্র ন্দ্রনব্ধড়ত্রস্ত ব্ধড়ব্ধ ন্দ্রনব্ধড় নবদ ত্ঙ্গভ্জপ্পপ্তপ্তন্ত ন্দ্বপ্রন্সভ্জন্দ্ববদন্দ্বস্ত ন্ত ড়নপ্প ভ্রড়ঙ্গবন্দ্ব প্তনন্দ্রন্দ্ব নবদ ত্ঙ্গব্ধ প্পন্দ্বভ্জন্দ্বপ্তন্ত ব্ধড়ন্দ্ব প্পঙ্গবদব্ধ ন্সত্রস্তঙ্গপ্রনন্তপ্ত ব্ধড়ব্ধ ন্ত ন্ত্ব ব্ধড়ঙ্গভ্রব্ধড়ব্ধ ভ্রব্ধ বঙ্গ ন্সত্রস্তঙ্গপ্রনন্তপ্ত ব্ধড়ব্ধ নব্ধ ন্তঙ্গব্ধ ন্ত্ব ব্ধড়ঙ্গভ্রব্ধড়ব্ধত্রব্ধত্রপ্তপ্ত.*

এই উক্তির মধ্যে সামান্য একটু জটিলতা আছে বটে কিন্তু সেটা কোন মারাত্মক সমস্যা নয়। এখানে -'except a later instance' বলতে যীশুর আত্মোৎসর্গকেই বোঝায় এবং যীশুর নামাঙ্কিত ধর্মতে অর্থাৎ খৃষ্টধর্মে, ঈশ্বর বলতে God of Abraham কেই বোঝায়। কিন্তু কেনই বা যীশুর জীবন Paradoxical সে ব্যাপারে কিয়ের্কেগার্ডের অনেক কথা অন্যত্র আছে, সেটা পরে আলোচ্য। ওঁর রচনায় Paradox একটি অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ বিষয় বা নির্ধারিত বিষয় (category) । গ্রীক থেকে উৎপন্ন ঐ ইংরাজী শব্দটির কোন বাংলা আমরা করব না। আপাতত আমাদের এটা বুঝতে হবে ঠিক কি ক

ারণে আব্রাহামের কাহিনী কিয়ের্কেগার্ডিয় চিন্তায় এত অসাধারণ হিসাবে চিহিত হয়েছে। এই কাহিনীর বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের এই ভাবুক একটি বিচিত্র এবং আমার মতে একটি মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন----যার শিরোনামটিও চমকপ্রদ। Teleological Suspension of Ethical; Teleology অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ, লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে সামনে রাখা। শব্দটি আছে গ্রীক telos থেকে যার অর্থ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ একটি লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে বা সামনে রেখে সব রকমের নৈতিকতাকে (সাময়িকভাবে) মূলতুবী রাখা। তার অর্থ কি ?

আলোচনায় প্রাক্কালে এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে কিয়ের্কেগার্ড সারা জীবন হেগেলের বিরোধিতা করেছেন কিন্তু সেই বিরোধিতার আগে হেগেলের কথঞ্চিৎ প্রভাবও তাঁর উপর পড়েছিল। বিশ্বের সব সভ্যতা, সব ধর্মই একটি নির্দিষ্ট নৈতিকতা মেনে চলে, তা না হলে কোন সভ্যতাই টিকে থাকতে পারত না। পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায়, ভুল ঠিক, সমর্থনযোগ্য বা সমর্থনের অযোগ্য এ দুয়ের মধ্যে একটি স্পষ্ট ভেদাভেদকেই এক কথায় বলা হয় নৈতিক শৃঙ্খলা বা moral order; এবং এই শৃঙ্খলাকে কিয়ের্কেগার্ড বলেছেন জাগতিক বা Universal এবং শব্দটির মধ্যে হেগেলীয় চিন্তার গন্ধসামান্য রয়েছে কিন্তু তাতে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়নি। ইহুদী-খৃষ্টিয় (Judaeo – Christian) ঐতিহ্যে এই নৈতিক শৃঙ্খলার রূপায়ণ, হিন্দু ঐতিহ্যের তুলনায়, অনেক বেশি বাস্তবধর্মী ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করা হয়েছে, ঈশ্বরের দেওয়া মোসেসকে দশটি নির্দেশ (Ten Commandments) এর মাধ্যমে। এটি আছে প্রাচীন টেষ্টামেন্টের Exodus নামক পরিচ্ছেদের ২০ নম্বর অংশে। ষষ্ঠ (Sixth) নির্দেশে----ইংরাজী অনুবাদে আছে মাত্র চারটি শব্দ -'Thou Shall not Kill" অর্থাৎ নরহত্যা এই নৈতিক শৃঙ্খলায় নিষিদ্ধ এবং সেটা পাপ। যদি তাই হয় তাহলে সন্তানের পিতৃহত্যা বা পিতার সন্তান হত্যা----বোধহয় আরো গুতর পাপ তথাপি আব্রাহাম তার পুত্র আইজাককে হত্যা করার জন্য ছুরি তুলেছিলেন ঈশ্বরের একটি নির্দেশকে আগ্রহ্য করে ঐ ঈশ্বরেরই আর একটি আদেশ প্রতিপালনের জন্য। অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষ (particular) আব্রাহাম দাঁড়িয়েছিলেন জাগতিক (Universal)-এর বিদ্ধে । কিয়ের্কেগার্ড-এর মতে এটাই হল বিশুদ্ধ চরিত্র। -'For faith is this paradox, that the particular is higher than the universal---yet in such a way, be it observed, that the movement repeats itself, and that consequently the individual, after having been in the universal, now as the particular isolates himself as higher than the universal."

যে পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই বিশ্বাসকে রূপায়িত করা হচ্ছে ----তাকেই কিয়ের্কেগার্ড বলছেন----যদি ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস হয় প্রধান লক্ষ্য ----সেই লক্ষ্যকেন্দ্রিকতা (teleological)-র জন্য মুলতুবি (suspension)রাখা হয়েছে নৈতিকতা (the ethical)। গ্রীক সংস্কৃতির সঙ্গে কিয়ের্কেগার্ডের পরিচয় ছিল বাল্যাবধি, এই পর্যায়ে এসে উনি উল্লেখ করেন ইউরিপিডেস বর্ণিত ইফিগেনিয়ার কাহিনীর, শুধু মাত্র বুঝিয়ে দেবার জন্য ট্রাজেডির নায়কের সঙ্গে বিশ্বাসের প্রতিভু আব্রাহামের পার্থক্য কোথায়। রণতরীর বিশাল বাহিনী কোন এক দেবীর অভিশাপে, বাতাসের আভাবেষ নিশ্চল অবস্থায়। সমস্যাটা কোন বিশেষ ব্যক্তির নয় সমগ্র -জাতির---অথ্যাৎ সার্বিক। কিন্তু তাঁর শিশুকন্যাকে বলি দেবার প্রস্তাবে অ্যাগামেম্ননের বিলাপ ও হা-হুতাশ (যা বর্ণিত হয়েছে ইউরিপিদেসের দ্বিতীয় নামক (Iphigenia in Aulis এ) মূলত সার্বিক বা Universal থেকে বিচ্ছিন্ন এক বিশেষ ব্যক্তির (particular) প্রতিত্রিয়া। বলি প্রদত্ত হবার পর অ্যাগামেম্নন আবার ফিরে আসছেন হুন্নন্দ্বজব্দ্ধপ্ত-এ । অর্থাৎ সন্তান হত্যা এখানে এক ডায়ালেক্টিকাল মধ্যস্থতা (mediation)। এই পর্যন্ত হেগেলের পরোক্ষ উপস্থিতি লক্ষণীয়। কিয়ের্কেগার্ডের আব্রাহাম কিন্তু ধ্রুপদী ট্রাজেডির নায়ক নন, তাঁর সন্তান আহুতি কোন মধ্যস্থতা নয়, সেটা সরাসরি Universal এরঊর্ধে চলে যাওয়া। -'Abraham is therefore at no instant a tragic hero but something quite different, either a murderer or a believer. The middle term which saves the tragic hero, Abraham has not."

ডায়ালেকটিকাল চিন্তায় বেছে নেবার সুযোগ নেই, এটা একটা সার্বিক (totalized) পদ্ধতি হিসাবে ভেবে নেওয়া হয়েছে। এখানে সব কিছুই তার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে নিয়ত পরিবর্তিত হয় অন্য কোন কিছুর মধ্যস্থতায়। শু থেকেই কিয়ের্কেগার্ড এই ভাবনার বিরোধী। প্রতিটি মানুষের আছে তার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, তার প্রতিস্বিকতা। প্রত্যেকটি ঘটনাঅন্য ঘটনা থেকে

পৃথক। এখানে সুযোগ আছে বেছে নেবার। হয় এটা কিম্বা ওটা। Either/Or-এই নামে কিয়ের্কেগার্ড প্রকাশ করেছিলেন তাঁর দ্বিতীয় বৃহৎ বই। এখানেও রয়েছে বেছে নেওয়ার দায়িত্ব। হয় আব্রাহাম খুনী কিম্বা তিনি বিশ্বাসী এ দুয়ের মধ্যে, বল া বাহুল্য উনি বেছেছেন শেষোক্ত আব্রাহামকে।

একটু আগে আমি বলেছি, এই রচনায় হেগেলের পরোক্ষ উপস্থিতি----কিন্তু আব্রাহাম ও ধর্মবিশ্বাস -এর আলোচনাএই রচনায় যতই এগিয়েছে, হেগেল প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হয়েছেন হেগেলের সঙ্গে কিয়ের্কেগার্ডের বিভেদ ততইপ্রকাশ্যে এসেছে এবং সেটা এক অর্থে খুবই স্বাভাবিক। হেগেলীয় চিন্তায় ব্যক্তির কোন মূল্যই নেই, ডায়ালেকটিকাল চিন্তায় বিচ্ছিন্ন মানুষের কোন স্থান নেই। ইতিহাস যদি হয় পরম বা Absolute-এর উল্লসিত জয়যাত্রা ও তারপৌনঃপুনিক বহিঃপ্রকাশ তা হলে সেই ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা একটি বিশাল যন্ত্রে একটি পেরেকের ভুমিকার মত গৌণ। হেগেলের সেই বিখ্যাত উক্তি সত্য হল সমগ্র ---- -'The truth is the whole"-যা বহুবার বহুভাবে হেগেলের সমালোচকরা উদ্ধৃত করেছেন, তা আছে হেগেলের প্রথম ও অত্যন্ত প্রভাবশালী রচনা The Phenone-ology of Mind-এ এবং কয়েকটি পংক্তি এখানে উদ্ধৃতির যোগ্য বলে মনে করি ।-'The truth is the whole. The whole, however, is merely the essential nature reaching its completeness through the process of its own development? Of the Absolute it must be said that it is essentially a result, the only at the end is it what it is in the very truth; and just in that consists its, nature which is to be actual, subject, or self-becoming, self-development."

এটাই হেগেলীয় চিন্তার নির্যাস এবং এই চিন্তার বিদ্ধে কিয়ের্কেগার্ড, আজীবন, অক্লান্তভাবে এবং অবিশ্বাস্য একাগ্রতার সঙ্গে গড়ে তুলেছেন এক দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ। আব্রাহামের কাহিনীর এই পুনর্লিখন যা এই মুহুর্তে আমাদের আলোচ্য বস্তু, তার মধ্যে দুবার হেগেলের উল্লেখ হয়েছে শুধুমাত্র তাঁর সঙ্গে লেখকের মতানৈক্য ঘোষণা করার জন্য। কিন্তু তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি রচনায়, এমনকি ডায়েরীগুলো এবং বিভিন্ন ও বহু ব্যক্তিগত কাগজ -পত্রে ----যার বিরাট অংশ এখনো ইংর াজীতে অনূদিত হয়নি--এই হেগেল -বিরোধী মতামত উল্লেখযোগ্যভাবে সোচ্চার। এখানে এইরচনায় হেগেলের উল্লেখ হয়েছে দুবার। হেগেলের Philosophy of Right-এর ১২৯ থেকে ১৪১ বিভাগের যে অংশে শিরোনাম The Good and The conscience----ব্যক্তিবিশেষ (Particular) কে বলা হয়েছে ভ্রষ্টপ্ত বা পাপ। যদি একটি রাষ্ট্রর সম্মিলিত বুদ্ধি বা বিবেচনার বিদ্ধে কোন ব্যক্তিবিশেষ খে দাঁড়ান---অর্থাৎ আইনের উপস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েও কোন অপরাধ করেন তাহলে ঐ সম্মিলিত বিবেচনা বা আইন-এর দৃষ্টিতেঐ ব্যক্তি অবশ্যই পাপী বা অপরাধী হিসাবে চিহিত হবেন, এটাই ছিল হেগেলের মূল বক্তব্য । তর্কের খাতিরে কিয়ের্কেগার্ড এই বক্তব্য যথাযথ বলে মেনে নিয়েছেন তাহলে আব্রাহাম সম্পর্কে হেগেল নীরব কেন ? শুধু নিজের ধর্ম নয়, হেগেল যৌবনে অন্য লোকেদের ধর্ম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইহুদীদের Judaism সম্পর্কে অনেক কথা লিখেছেন। ভগবদ্‌গীতার উপর বেশ কিছু ঝাঁঝালো ও কড়া মন্তব্য আছে তঁ ার ।কিয়ের্কেগার্ড বোধহয় এগুলোর কথা জানতেন, তাই ওঁর বক্তব্য, -'On the other hand, Hegel is wrong in talking of faith, wrong in not protesting loudly and clearly against the fact that Abraham enjoys honour and glory as the
Father of faith, whereas he ought to the prosecuted and convicted of murder."

এখানে একটা কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, যে অর্থে কিয়েৰ্কগার্ড খৃষ্টান ছিলেন ঠিক সেই অর্থে হেগেল তা ছিলেন না। হেগেল, এমনকি খৃষ্টধর্মের মধ্যেও ডায়ালেকটিক্স দেখেছিলেন, তাঁর গোড়ার দিকে ধর্মীয়রচনাগুলিতে হেগেল মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে, যীশুকে মধ্যস্থতা (mediation) বলে বিবেচনা করেছেন ।এ-চিন্তা থেকে কিয়ের্কেগার্ড শত হস্ত দূরে। আব্রাহাম সম্পর্কিত এই রচনায়, আরো একবার কিয়ের্কেগার্ড সরাসরি হেগেলের বিরোধিতায় মুখর হয়েছেন। হেগেলীয় চিন্তায় অন্তর্মুখীনতা (Subjectivity)-র কোন মূল্য নেই এ ধারণা ঠিক নয় কারণ ওটা ছাড়া অভিজ্ঞা (primary experience)কে জ্ঞানে (Knowledge) পরিণত করা সম্ভব নয়। কিন্তু অন্তর্মুখীনতার ভূমিকা হেগেলীয় দর্শনে নেহাৎই গৌণ, অনেক বেশী গুত্ব দেওয়া হয়েছে বহির্জগৎ (Objective world)-কে। * কিন্তু কিয়ের্কে

গার্ডের মতে, ধর্মবিশ্বাস ব্যাপারটা সর্বতোভাবে অন্তর্মুখীনতার নিয়ন্ত্রণে। -'Faith, on the contrary is the paradox that inwardness is higher than outwardness ---or recall an expression used above, the uneven number is higher than the even." ৮ অন্তর্মুখীনতা ঈশ্বর বিশ্বাসের আধার, এই বিশ্বাস থেকে গভীরভাবে বিশ্বাসে কিয়ের্কেগার্ড পৌঁছেছিলেন এই সিদ্ধান্তে যে Subjectivity is truth এবং এই ধারণা তাঁর বহুবিধ রচনায় ছড়িয়ে রয়েছে নানাভাবে।

হেগেল - বিরোধিতা উনিশ শতকেই, এমনকি হেগেলের জীবদ্দশাতেই শু হয়েছিল । এর সূত্রপাত করেন শোপেনহাওয়ার যিনি হেগেলীয় চিন্তাকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে তীব্র কখনোও বা ব্যক্তিগত---আক্রমণ হেনেছিলেন হেগেলের বিদ্ধে। লুড্ভিগ্ ফয়্যারবাখ্ তাণ্যে হেগেলের ভক্ত ছিলেন, পরে ঘোরতর হেগেল-বিরোধী হয়ে পড়েন।

কেয়ের্কেগার্ড কিন্তু একবেরে গোড়া থেকেই হেগেলের বশ্যতা স্বীকার করেননি। তাঁর বিভিন্ন ডায়েরী এবং নানাভাবে বিক্ষিপ্ত কাগজপত্রে ----যার পুর্ণাঙ্গ ইংরাজী অনুবাদ আজও হয়নি---তীব্র হেগেল--বিরোধী মতামত রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা দক্ষ ও নিপুণ আলোচনা করেছেন কার্ল লোয়েভিৎ (karl Lowith) তাঁর From Hegel to Nietzsche নামক বইয়ে (মূল জার্মান রচনা প্রকাশিত হয় ১৯৪১ সালে, ইংরাজী অনুবাদ --১৯৬৭)।
কিয়ের্কেগার্ড পুনরায় হেগেলকে সমালোচনা করেছেন তাঁর ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত বিশাল রচনা Concluding Unscientific Postscript এর শেষাংশে। আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র সীমিত হওয়ায় আমরা ঐ দীর্ঘ বইটির কোন আলোচনা করছি না। ১৯৫০ এর দশকের শুতে H. J. Blackham অস্তিত্ববাদের উপর একটি বই প্রকাশ করেন--সেখানে কিয়ের্কেগার্ডের Unscientific Postscript এর মূল্যবান আলোচনা আছে।

আমি ইতিমধ্যেই, এই প্রবন্ধের শুতে, বলেছি যে কিয়ের্কেগার্ড জন্মেছিলেন এবং তাঁর তাণ্য কাটিয়েছিলেন এমন এক সময়ে যখন ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের চৈতন্যে এক গভীর সংকট সৃষ্টি হয়েছিল খৃষ্টিয় ধর্ম বিশ্বাসে গভীর অনাস্থার ফলে। এই একই সংকটের আর একটি প্রতিফল ফ্রিডরিশ নীচে (Nietzsche)। চার্চ, বিশেষত ডেনমার্কের লুথেরান চার্চের উপর কণামাত্র নির্ভর করতে পারেননি কিয়ের্কেগার্ড। পরিবারে, ধর্মান্ধপিতার রহস্যময় পাপবোধ ও উগ্র ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাবে যে ধরনের ধর্ম বিশ্বাস তিনি খুঁজেছিলেন তা চার্চের পক্ষে তাঁকে দেওয়াসম্ভব ছিল না। যে ধরনের ত্রিশিস্যানিটি চার্চ তখন বিতরন করেছিল তা কিয়ের্কেগার্ডের কাছে হাসি, ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপের বস্তু ছিল। তাঁর প্রচুর চার্চ - বিরোধী লেখার কিয়দংশ দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় ইংরাজীতে অনুদিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হয়। বইটিএখন সহজলভ্য।

এই পরিস্থিতি ---যা তাঁর কাছে ছিল অনাধ্যাত্মিক ও অনালোক, যেখানে চলছিল ধর্মের নামে একটা প্রতিষ্ঠানিক ছেলেখেলা এবং সেই সঙ্গে প্রত্যক্ষবাদী (Positivist)-দের দৌরাত্ম্য--থেকে পরিত্রাণের আশায় কিয়ের্কেগার্ড কিভাবে ছুটেছিলেন খৃষ্টধর্মের আদিমতম উৎসের দিকে যেখানে ঈশ্বরের সবচেয়ে উৎকেন্দ্রিক আদেশও ছিল তর্কাতীত এবং পালনীয় তা আমরা দেখেছি। বিশ্বাসের এই আদিম রূপ কোন আধুনিক মানুষের পক্ষে গ্রহনীয় হয় কিনাসে প্রসঙ্গে আমরা আবার একবার ফিরে যাব। কিন্তু এটা এখন লক্ষণীয় যে আদিম বিশ্বাসের চিত্রায়ণ করার সময় কিয়ের্কেগার্ড, হেগেলের বিরোধিতা করার সময় এমন কিছু বক্তব্য রেখেছেন যেগুলো, সত্তর -- আশি বছর পরে, বিশ শতকে প্রথম মহাযুদ্ধের পর, কিছু তৎকালে তণ, জার্মান ভাবুকদের হাতে পুনরাবিষ্কৃত হয়ে ইউরোপীয় দার্শনিক পরিমন্ডলে একটি নতুন প্রত্যয়ের সৃষ্টি করেছিল যাকে এক কথায় বলা হয় অস্তিত্ববাদ বা Existentialism

আজ অস্তিত্ববাদ বহু ব্যবহারে জীর্ণ বহু আলোচনায় বিবর্ণ ও চমকহীন । অপিচ, বর্তমানে, উত্তর-আধুনিক ফরাসী চিন্তা যা কিনা জার্মান নিরীশ্বর অস্তিত্ববাদের গর্ভজাত সন্তান, আসর জাঁকিয়ে বসার পর, কিয়ের্কেগাডীয় চিন্তার অনেক ফাঁক ও ফোকর ধরা পড়েছে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের বীভৎস অভিজ্ঞতার পর রণক্ষেত্র থেকে ফিরে আসা জার্মান তণ সমাজ বুঝেছিলেন যে হতাশা, নৈরাশ্য, নিঃসঙ্গতা, মৃতপ্রায় সৈনিকদের শেষ আর্তনাদ, মৃত্যুর মুখোমুখিহবার অবর্ণনীয়, প্র

াত্যহিক উৎকন্ঠা ---এগুলো সবাই অন্তর্মুখী (Subjective) অভিজ্ঞতা এর কোন ব্যাখাই মিলবে না Absolute- এর রাজকীয় ত্রমবিন্যাসের হেগেলীয় রূপকথায়। তাঁরা কিয়ের্কেগার্ডের আব্রাহামকে আঁকড়ে ধরেন নি কিন্তু তাঁদের এই প্রত্যয় হয়েছিল যে প্রতিটি মানুষের জীবনে এমন অনেক প্রচন্ড সংকটাপন্ন মুহুর্তে আসে যখন ব্যক্তিবিশেষ (Particular) এর অস্তিত্বের তীব্রতা সর্বপ্রকার জাগতিক (universal) অভিজ্ঞতা এর ঊর্ধে চলে যায়, যখন অভিজ্ঞতার পরিধির বাইরে চলে যায় অন্য (Other) দের অস্তিত্ব তখন মনে হতে পারে কিয়ের্কেগার্ডের কথা Subjectivity is truth অনেক বেশী অর্থবহ, হেগেলের The truth is the whole এর তুলনায়।
সুতরাং, কিয়ের্কেগার্ডকে অন্যতম অনুপ্রেরক হিসাবে চিহিত করা আদৌ অযৌক্তিক হবে না। হয়ত নিজের অজ্ঞাতে, আধুনিকতার সঙ্গে এক যোগসূত্র তিনি তাঁর রচনায় গড়ে তুলেছেন।

এছাড়া আরো একটি বিষয় বা প্রসঙ্গ তাঁর রচনায় বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে এবং কখনো তা অত্যন্ত গুত্বও পেয়েছে। ---তা হল Paradox যাকে কিয়ের্কেগার্ড অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন । এটা এক ধরনের অলংকার বা আলংকারিক ত্রুটি কখনো কখনো লেখকরা ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করেন গভীর কোন বক্তব্য পেশ করার জন্য। Oxford English Dictionary তে এর যে কটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার থেকে আমরা দুটি বেছে নিচ্ছি। Statement Contrary to accepted opinion এবং স্মন্দ্বজব্দপ্স প্সজ ব্ধড়ন্ত্ব ত্তপ্সন্দ্রপ্তনত্তব্ধন্ত্ব ভ্রনব্ধড় ব্জন্দ্বত্তপ্সন্তন্দ্বল্লন্দ্বস্ত্ত ত্প্সব্ধনপ্সব্দ প্সন্দ্র ভ্রড়ব্ধ নব্দ ব্জন্দ্বব্দপ্সব্রত্তন্দ্ব প্সব্জ স্মাপ্সব্দব্দনস্তন্দ্ব এ দুটোই অতিশয় উত্তম সংজ্ঞা । এই ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখার জন্য আমরা অ্যারিষ্টটলের ন্যায় শাস্ত্রের একেবারে মূল সূত্রে চলে যাব। কোন এক বস্তুকে জানবার প্রয়াস অ্যারিষ্টটল তিনটি প্রতিজ্ঞা (Proposition) প্রাথমিকভাবে ব্যবহার করেছেন। (১) A is A (২) A is not A (বা A is B) (৩) A is not not A। এখানে প্রথম ও তৃতীয় প্রতিজ্ঞা দুটি পরস্পরের সম্পুরক। দুটি বক্তব্যই এক কিন্তু দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটি বর্জনীয় কারণ কোন অবস্থাতেই, কোন পরিস্থিতিতেই A কখনো not A বা B হতে পারে না, সেটা হলে A কি বস্তু তা আমাদের নির্ণয় করা অসম্ভব হবে। তাই দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটি ধ্রুপদী ন্যায়শাস্ত্রে বলা হয় বর্জিত মধ্যম বা Excluded middle; এর আর একটি নাম, the law of noncontradiction। হেগেলীয় চিন্তায় অবশ্যই A,B তে রূপান্তরিত হতে পারে এবং হয়ও কারণ A বা কোন A ই অনড় নয়। ধ্রুপদী ন্যায়শাস্ত্রে যেটা বালা হয়েছে সেটাই কিন্তু ঠিক আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণায় আমরা দেখতে পাই যে A কখন A ব্যতীত অন্য কিছু নয় বা হতে পারে না। Paradox এমন একটি বক্তব্য বা উক্তি যা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণাকে উল্টে দেয়, বর্জিত মধ্যমকেই সত্য হিসাবে তুলে ধরে----কোনরকম ডায়ালেকটিকসের মারপ্যাঁচ না করে। সাহিত্যে এই ধরনের Paradox এর প্রয়োগ বহুকাল ধরে চলছে এবং তার উদ্দেশ্য থাকে কোন এক নিগূঢ় সত্যকে প্রকাশ করা যেমন, ম্যাক্‌বেথে ডাইনীরা নায়কের অবচেতনে থাকা এক মারাত্মক উচচাকাঙক্ষার হদিশ পেয়ে একটি paradox বা বর্জিত মাধ্যম উচচারিত করেছিল, -'Fair is foul and foul is fair" ---অর্থাৎ নাটকের নায়ক এখন যে পরিমন্ডলে প্রবেশ করতে যাচ্ছেন সেখানে পাপপুণ্য, ভালোমন্দ, ন্যায় অন্যায়ে সব্যপ্রকার পার্থক্য নিশ্চিহ্ন।

অর্থাৎ প্রবল প্রভাবশালী অ্যারিষ্টটলের নির্দেশ সত্ত্বেও বর্জিত মাধ্যম বা ন্দ্বপ্রন্তুপ্তব্রস্তন্দ্বস্ত্ত প্লনস্তুস্তপ্তন্দ্ব বর্জিত বা excluded হয়নি, Paradox এর নামে এটা এখনও বহু ব্যবহৃত । এবং কিয়ের্কেগার্ডের রচনায় parasox ব্যবহার হয়েছে (গ্রীক) যুক্তির বিরোধী অথবা একটি সম্ভাব্য বিকল্প হিসাবে। ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত তাঁর Philosophical Fragments এ দুটি আলোচনা আছে Paradox এর উপর : The Absolute Paradox এবং তারই সংলগ্ন একটি Appendix : The Paradox and the Offended Consciousness ।১১ আমি মনে করি যাঁরা কিয়ের্কেগার্ডের রচনায় উৎসাহী তাঁদের প্রত্যেকেরই এই রচনা দুটি অবশ্যপাঠ। বলা বাহুল্য, এই দুটি প্রবন্ধেরও মূল বিষয় যীশু ও খৃষ্টধর্ম। খৃষ্টধর্ম বা খৃষ্টিয় চিন্তার বাহিরে কিয়ের্কেগার্ডের কোন রচনাই নেই কিন্তু এ দুটি রচনার মধ্যেও সামান্য একটু আধুনিকতার আমেজ আছে যেটাকে নির্দিষ্ট করাই আমার উদ্দেশ্য।

তাঁর সমস্ত রচনায় কিয়ের্কেগার্ড প্যারাডক্সকে ব্যবহার করেছেন এমন একটি বহিরঙ্গ বা প্যারাডাইম ছন্দ্রজ্ঞ্রস্তনন্ধপ্পগ্ন হিসাবে যার সাহায্যে তিনি গ্রীক এবং আধুনিক ইউরোপীয় যুক্তি প্রবণতাকে ভিতর থেকে আঘাত বা অন্তর্ঘাত করতে পারেন। তাঁর আব্রাহাম উপাখ্যানের প্রথম দিকেই একটি নিপুণ উদাহরন আছে। আব্রাহম, অপ্রতিম, ইতিহাসের কোন হিরোর সঙ্গে তাঁর তুলনা হয় না কারণ -'…but Abraham greater than all, great by reason of his power whose strength is impotence, great by reason of his wisdom whose secret is foolishness, great by reason of his hope whose form is madness, great by reason of the love which is hatred of oneself."
মুলত, কিয়ের্কেগার্ডের মতে সমগ্র খৃষ্টধর্মই একটা জাজ্বল্যমান paradox বা Absolute Paradox; করণ এই ধর্মের প্রবক্তা বা প্রতিষ্ঠাতা যীশুর জীবন একটি বিশাল Paradox যা কিনা যে কোন যুক্তিনির্ভর চিন্তার বিদ্ধে । যীশু ছিলেন একজন রক্ত মাংসের মানুষ এবং মানুষের মত তাঁর দেহও ছিল ছিল ধবংসশীল। ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায়,যন্ত্রণায় অসহ্য হওয়ায় তাঁর অন্যান্য মানুষের মত প্রাণহানি হয়। তথাপি তিনি ও তাঁর শিষ্যদের দাবী ছিল যে তিনি ঈশ্বরের অংশভাক, ঈশ্বরের সন্তান এবং খৃষ্টধর্মের ত্রিরূপ বা Trinity -র মধ্যে তাঁর একটি নির্দিষ্ট অংশ বা ভূমিকা আছে। কিন্তু এসবই যৌক্তিক বিচার বা বিবেচনার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য নয়, সুতরাং প্রয়োজন একটি অন্য বাতাবরণের, অন্য কোন পরিমন্ডলের যেখানে আছে বিশ্বাসের অবিসংবাদিত রাজত্ব। আব্রাহাম প্রসঙ্গ কিয়ের্কেগার্ড বলেছেন-'faith begins precisedly there where thinking leaves off'।১৩ এই বক্তব্যই বারবার নানাভাবে রাখা হয়েছে কিয়ের্কেগার্ডের অন্যান্য রচনায়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এর সঙ্গে আধুনিকতার যোগাযোগ কোথায় ? একথা আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি যে প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে জার্মান দাশনিকরা অস্তিত্ববাদের সূচনা করেন---তাঁদের উপর কিয়ের্কেগার্ডের সরাসরি প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে কার্ল ইয়াস্পের্স (k.Jaspers) এবং হাইদেগারের প্রথম দিকের লেখায়।

যে বিষয়গুলি নিয়ে আমরা এইমাত্র আলোচনা করেছি. যথা ইউরোপের ধ্রুপদী যুক্তিবাদকে সিংহাসনচ্যুত করা---ধর্মবিশ্বাসে সাহায্যের্থে ---এবং যে paradox -এর প্রতি কিয়ের্কেগার্ডের এত আসক্তি, সেগুলো কিন্তু আধুনিক ও উত্তর - আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তায় এসেছে কিন্তু তার জন্য কিয়ের্কেগার্ডের কোন সরাসরি প্রভাব আছে বলে আমি মনে করি না।

অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় ভাবুকরা যে পৌত্তলিক শোভন ভক্তি নিয়ে যুক্তিবাদের ভজনা করেছিলেন তার অনেকটাই উনিশ শতকে উবে গিয়েছিল তার জন্য প্রধান দায়িত্ব (বা কৃতিত্ব) ছিল জার্মান রোমান্টিক আন্দোলনের হোতৃবর্গের। ওঁরাই প্রথম জানিয়েছিলেন যে অষ্টাদশ শতকের বন্ধ্যা যুক্তিবাদের মাধ্যমে মানুষী অভিজ্ঞতার অনেকটাই অধরা ও অজ্ঞাত থেকে যায়। তারপর বিশ শতকের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা ও দুটি মহাযুদ্ধ এবং সেই সঙ্গে ফ্রয়েড, ইয়ুং প্রভৃতি ভাবুকদের রচনার প্রভাবে, দুশো বছরের পুরানো যুক্তিবাদী ভাবাদর্শ বা rationalist ideology এখন অনেকটাই তামাদি হয়ে গেছে। সুতরাং কিয়ের্কেগার্ডের বক্তব্য, -'faith begins where thinking leaves off' কিম্বা -'faith is a paradox.' আধুনিকতার দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক নয়।

এমনকি Paradox এর প্রতি কিছু উত্তর-আধুনিক ফরাসী ভাবুকদের আসক্তি লক্ষনীয়। যদি Paradox হয়---অ্যারিষ্টটলের excluded middle বা বর্জিত মধ্যম (A is not A) কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যা আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি----তাহলে জাক্ দেরিদার অবিনির্মাণ বা deconstruction* পদ্ধতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য একই। একটি দার্শনিক রচনাকে গভীর অভিনিবেশ দিয়ে পাঠ করে ও লেখকের ভাষা প্রয়োগের পদ্ধতি নিরীক্ষা করলে দেখা যায় যে লেখক যে বক্তব্য পেশ করার চেষ্টা করেছেন তাঁর উল্টোটাই বিবৃত হয়েছে। দেরিদার শেষ উদ্দেশ্য অবশ্যই এটা নয় যে গ্রীক যুক্তিবাদকে সরিয়ে দিয়ে ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। ওঁর বিদ্রোহ মূলত পাশ্চাত্যের ভাববাদী দার্শনিক ঐতিহ্যের বিদ্ধে।

মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার তান্ডব (chaos), বহুমুখীনতা (multiplicity) এবং অনিশ্চয়তা (contingency)-কে সর্ব

াপেক্ষা গুত্ব দিয়ে পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী যুক্তিবাদের বিদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন একজন উত্তর-আধুনিক ফরাসী ভাবুক, জাঁ -ফ্রাঁ াসোয়া লেয়োতার (J-F. Lyotard, 1924- 1998 । ইনি paradox -এর প্রতি খুবই আসক্ত ছিলেন, একথা তাঁর একা ধিক রচনায় বলেছেন এবং ইনি অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ লেখক লরেন্স ষ্টর্ণে (Sterne)***

***Deconstruction-এর বাংলা বিনির্মাণ হতে পারে না কারণ নির্মাণ ও বিনির্মাণের অর্থ একই। অধি কাংশ বাংলা শব্দে ..বি.. উপসর্গ যোগে সেটা বিপরীত বা নঙর্থক হয় না যেন বিনির্ণয়, বিনিশ্চিত বিক্ষুব্ধ, বিনিয়োগ, বিমুগ্ধ ইত্যাদি শব্দের অর্থ একই। সুততরাং গায়ত্রী স্পিভার্ক বা অন্যান্যেরা যাঁরা অবিনির্মাণ শব্দটি ব্যবহার করেন তঁ ারই ঠিক। ওটাযই ব্যাকরণসম্মত।

এর মৃত্যুহীন রচনা Tristram Shandy -র গুণমুগ্ধ পাঠক ছিলেন এবং এমনকি তাঁর একটি প্রবন্ধসংকলনে --- উনি রচনাকে উত্তর -আধুনিক আখ্যা দিয়েছেন এই কারণ দেখিয়ে যে এখানে paradox -এর বহুল প্রয়োগ হয়েছে। ১৪ আরও একজন ব্যক্তি---যিনি এখন উত্তর -আধুনিক ফরাসী চিন্তার অন্যতম শ্রেষ্ঠপ্রতিনিধি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন।তিনিও Paradox-এর দীর্ঘ আলোচনা করে, একে অত্যন্ত গুত্ব দিয়েছেন। তিনি জিল দলয়জ (Gilles Deleuze, 1925-1997) এবং ইনিও একখানি অসামান্য ইংরাজী ক্লাসিকের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। বইটি Lewis Carroll এর Alice in Wonderland এবং তার অনুবর্তী, Through the Looking Glass; এই দুটি রচনাকে অবশ্যই অভিন্ন ধরা হয় এবং সর্বদাই একত্রে মুদ্রিত হয়। অন্যদের মত আমিও দুটি রচনাকে অবশ্যই একটি রচনা বলে উল্লেখ করব। বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৫ সালে অর্থাৎ কিয়ের্কেগার্ডের মৃত্যুর ঠিক দশ বছর পর এবং সারা বইটি জুড়ে---প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রয়েছে paradox-এর ভুরিভোজ আর সেই সঙ্গে এটাও দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে ভাষা-- যা মানুষকে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে পৃথক করেছে---কি এক বিপদজনক চোরাবালি। এটা প্রথম লক্ষ্য করেলিলেন বিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাবুক ভিলগেন -ষ্টাইন (Wittegenstein)তিনি তাঁর দু-একটি রচনায় বিশেষত Philosophical Inverstingation, অ্যালিসের এই কাহিনীর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই কাহিনীর দীর্ঘতম এবং সর্বাপেক্ষা পুঙ্খাপুঙ্খ আলোচনা করেছেন একমাত্র দার্শনিক জিল দলয়জ তাঁর ১৯৬৯ সালেপ্রকাশিত বই Logique du sens-এ।
তিনজন আধুনিক ফরাসী লেখক, আঁতোন্যা আর্তো, পিয়ের ক্লোসোভস্কিএবং মিশেল তুর্ণিয়ে যাঁদের নাম ফ্রান্সের বা হিরে খুব সুপরিচিত নয়---তাঁদের সম্পর্কে মূল আলোচনা দলয়জের এই বইয়ের মূল বিষয় কিন্তু আলোচনার সর্বত্র--- গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত, ক্যারোলের শিশু নায়িকা অ্যালিস ফিরে এসেছেন এই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এই কারণে যে অ্যালিস একটি মূর্তিমতী paradox; বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে তার কথোপকথন, নিখুঁতভাবে প্রকাশক এরছে paradox -এর নানাবিধ রূপ। বলা বাহুল্য, এই বই নিয়ে কোন বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয় এবং এটা প্রাসঙ্গিকও হবে না। অ ামার উদ্দেশ্য শুধু এটাই জানিয়ে দেওয়া যে যে paradox কে কিয়ের্কেগার্ড বিশ্বাসের সঙ্গে একীকরণ করেছিলেন, সেই paradox ই, সম্পুর্ণ অন্য কারণে তাঁর মৃত্যুর পর একশ বছরের মধ্যেই আধুনিক ভাবুকদের কাছে একটি গুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এবং এটাও এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন য়ে তিনজন উত্তর - আধুনিক ফরাসী ভাবুকের নাম এখানে উল্লিখিত হ'ল --- দেরিদা, লেয়োতার এবং দলজয় ---তাদের কারোর রিয়ের্কেগার্ডের নামোল্লেখ আমি কখনো দেখিনি। ডেনমার্কের ঐ ভাবুকের কোন প্রভাবই এঁদের উপর পড়েনি। উত্তর আধুনিক দার্শনিক চিন্তার কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রত্যয় আছে এবং সেগুলোর ও কিযের্গেগার্ডিয় চিন্তার মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর আছে। সে প্রসঙ্গ আপাতত মুলতুবী রেখে আমরা পুনরায় ফিরে যাচ্ছি ধর্মবিশ্বাস ও আব্রাহাম সম্পর্কে কিয়ের্কেগার্ডের মতামতে।

এ পর্যন্ত, যতটা সম্ভব নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে কিয়ের্কেগার্ডের বক্তব্যগুলোকে আমি সরলভাবে পেশ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এইবার এই শীতল নিরপেক্ষতা বর্জন করে, আমাকে দেখতে হবে যে Teleogical Suspen-sion of the ethical নামে যে ভাবাদর্শ কিয়ের্কেগার্ড তাঁর আব্রাহাম উপাখ্যানে পরিবেশন করেছেন তার কি প্রতিফলন ও প্রতিক্রিয়া ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে ঘটতে পারে । বিশ শতকের রক্তস্নান ও তার অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতার পর, স্বভ

াবতই আমরা Suspension of the ethical -এর মত গুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি উদা
সীন থাকার ভান করতে পারি না। কারণ, এই প্রচারিত তত্ত্ব বা ভাবাদর্শের মধ্যে ঈশ্বাসকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেখানে ন্যায় অন্যায়ের নিতান্ত প্রাথমিক ব্যবধানও বিলুপ্ত ; যেখানে এক বা একাধিক নরহত্যা অনুমোদনীয় যদি এই হত্যার মাধ্যমে হত্যকারী তাঁর ঈশ্বাসের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করে, নিজেকে ব্যক্তিবিশেষ (particular) সিসাবে জাগতিকের ছহ্নন্দ্বজব্দ্রপ্তগ্ন উর্ধে তুলতে পারেন।

আমরা যারা ঈশ্বাস হারিয়েছি, আমরা দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বাসের যে -রূপ সাধারণত দেখে থাকি, তার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহবাস করতে পারি। দু -একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

জেসালেমে একটি প্রাচীন, ইতিহাস সমৃদ্ধ দেয়াল আছে ; নাম রোদন - প্রাচীর বা Wailing Will । প্রতিদিনই দেশ বিদেশ থেকে আসা কিছু ধর্মভী ইহুদী এই দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন, হয়ত কৃতকর্ম বা কোন ভুলের জন্য অনুতাপও করেন। এ-দৃশ্য আমি ডকুমেন্টারী ছবি বা টি. ভি. রিপোর্টে দেখেছি। বারাণসীর সংকট - মোচন মন্দিরের পূর্ব দিকের দেওয়ালে মাথা ঠুকে, বিপন্মুক্ত হবার জন্য, ভক্তদের প্রার্থনার দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমি শুনেছি যে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে --- বিশেষত যাঁরা গ্রামেগঞ্জে বা ছোট শহরে থাকেন --- এ প্রথা প্রচলিত অ াছে যে যখন কোন পরিবার মক্কায় তীর্থ (অর্থাৎ হজ) করতে যান তখন গ্রামেরএকই সম্প্রদায়ের অন্য লোকেরা তাঁদের -----(তীর্থযাত্রীদের) কিছু টাকা দেন, তাঁদের নামে মদিনায় কয়েকটি বাতিকিনে দেবার জন্য।

ঈশ্বাসের এই রূপের মধ্যে আমি কোন বিপদ সংকেত দেখি না। হাজার বছর ধরে মানুষের মধ্যে এ -ঈশ্বাস টিকেআছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এটা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয়ে যাবে তার কোন সম্ভাবনাই নেই।

কিয়ের্কেগার্ডের সমকালীন জার্মান ভাবুক ফয়্যারবাখ (Feuerbach) বলেছিলেন, মানুষ ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছেন তার নিজের প্রয়োজনের তাগিদে ; এমন এক ক্রটিহীন, অভ্রান্ত, সর্ব শক্তিমান সত্ত্বার প্রয়োজন তার ছিল যার কাছে সে প্রার্থনা করতে পারে তার মুক্তির জন্য। মুক্তি, মোক্ষ, উদ্ধার বা উত্তরণের সে পিপাসা আজও মেটেনি। প্রতিকূল অবস্থায় মানুষের ঈশ্বাস তাকে টিকে থাকতে সাহায্য করে সেটা সাধারণত, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন মৌলবাদী, জঙ্গী সন্ত্রাসে পরিণত হয় না।

পক্ষান্তরে, আব্রাহামের কাহিনীতে যে ভাবাদর্শ কিয়ের্কেগার্ড আমাদের দিয়েছেন ; একটা মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে (অর্থাৎ teleogically) নৈতিকতার (ethical) যে সাময়িক বর্জন (Suspension) এর আলোচনা উনি করেছেন, তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে একটা অন্ধআদর্শবাদী সন্ত্রাসের বীজ।

এবং এটা বুঝতে হলে আমাদের সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে যে ঈশ্বাস মানে শুধুই ঈশ্বরে বা ধর্মে ঈশ্বাস নয়। একটির াজনৈতিক মতাদর্শে --- বিশেষতঃ যদি সেই মতাদর্শ কোন অসম্ভাব্য ইউটোপিয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় --- প্রবলভাবেআস্থা রেখে নিতান্ত প্রাথমিক নৈতিকতাকে অগ্রাহ্য করা যায় তাহলে সেইটাও একটা ঈশ্বাস এবং তার সঙ্গে ধর্মীয়ঈশ্বাসের অ াদৌ কোন পার্থক্য নেই। এই ঈশ্বাসের সাহায্যে যে কোন নিষ্ঠুরতা, বলাৎকার বা সন্ত্রাসকে যথাযথও নীতিসন্মত করা যায় এবং তা করা হয়েছে। ।আধুনিক ইতিহাসে তার দু-একটি জলন্ত নজির আছে।

অষ্টাদশ শতকের শেষে, ফরাসী বিপ্লব শু হবার দু-এক বছর পরেই, আভ্যন্তরীণ দলীয় রেষারেষির ফলে, অবস্থা যখন প্র ায় অনায়ত্ত, তখন রোবেস্পিয়ের (Robespoerre) এগিয়ে এসে, প্রতিপক্ষদের একের পর এক ধ্বংস করে, যে সন্ত্র াসের রাজত্ব বা Reign of Terror শু করেছিলেন --- যা চলেছিল প্রায় বৎসরাধিক কাল ধরে----তার সঙ্গে তুলনীয়

কোন দুঃসময় ফরাসী জাতির ইতিহাসে আর আসেনি। এই সন্ত্রাসের পিছনে ছিল রোবেস্‌পীয়েরের আন্তরিক বিশ্বাস যে ফ্রান্সে, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নরহত্যার এই মহোৎসবের প্রয়োজন আছে । 5 February 1794 তারিখে Convention -এ প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন, -'The Government of The Revolution is the despotism of liberty against tytanny"* কিন্তু -'despotism of liberty' কথাটি একটি paradox -যে paradox -কে কিয়ের্কেগার্ড ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে পৃথক করেন নি---অর্থাৎ সন্ত্রাসের রাজত্ব শুই হয়েছিল এমন কিছু 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব' বা 'সোনার পাথর বাটি' দিয়ে। মানবেতিহাসে এই সর্বপ্রথম ক্রমিক নরহত্যাকে নীতিসম্মত করা হয়েছিল এক মহান আদর্শের নামে।

এই সন্ত্রাসের রাজত্ব নিয়ে বিস্তর লেখা হয়েছে ; এর ব্যখ্যাও হয়েছে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ; দুখানা বিখ্যাত উপন্যাসও আছে এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে ; ডিকেন্সের A Tale of Two Cities এবং আনাতোল ফ্রাঁসের Les Dieux ont Soif র া দেবতারা তৃষ্ণার্ত নামে। এই সন্ত্রাসের সময় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে দু-একডন জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিও ছিলেন যেমন সেই সময়ের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ রসায়নশাস্ত্রবিদ লাভোয়াসিয়ে (Lavoisier)। অথচ রোবেসপিয়েরের ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল নিষ্কলুষ। প্রায় সন্ন্যাসীর মতন জীবন কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এক অন্ধ বিশ্বাসের তাড়নায় যে কোন ব্যক্তিকে, যে কোন সন্দেহে গিলোটিনে পাঠাতে মুহূর্তের জন্যও ইতঃস্তত করেন নি।

এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে আরো একবার---- আমাদেরই সময়ে, বিশ শতকে। লেলিনের মৃত্যুর পর, ক্ষমতার লড় াইয়ে ষ্ট্যালিন জিতে যাবার পর, সোভিয়েট ইউনিয়নে শু হয়েছিল ইতিহাসের দীর্ঘতম সন্ত্রাসের রাজত্ব। সেখানে নগণ্যতম মতবিরোধীদের কিভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে তা আমাদের অজানা ছিল না। ১৯৫৯ সালে কবিতা পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসু---অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি খোলা চিঠিতে, ষ্ট্যালিনের হাতে নিহত রাশিয়ান লেখকদের একটি তালিক া প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু, নরহত্যা ঠিক কি পর্যায়ের গিয়েছিল তার সঠিক খবর মিলেছে খুব সম্প্রতি, রাশিয়ান ঐতিহ াসিক ও গবেষকদের প্রচেষ্টায়। কয়েক মাস আগে, ডাঃ ***

* রোবেৎসপীয়েবের প্রদত্ত ঐ ভাষণের উল্লেখ আছে যে কোন ভাল, নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের বইয়ে । ঐ ভাষণের কিয়দংশ আমি পেয়েছি, George H. Sabine, Thomas L. Thorson, A History of Political Theory Dryden Press, Illinois, 1973, পৃ. 543.

***রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত --- যিনি একজন বিশিষ্ট পন্ডিত, সফল অধ্যাপক এবং আমাদের অনেকের কাছে শিক্ষক - প্রতি ম ব্যক্তি এবং একজন নির্ভীক ও স্পষ্টবাদী মানুষ বলে সম্মানিত --- কলিকাতার একটি ইংরাজী দৈনিকে আমাদের জা নিয়েছেন যে ষ্ট্যালিনের হাতে নিহত সোভিয়েট নাগরিকদের সংখ্যা এখন নির্ধারিত হয়েছে ২১.৫ প্লনপ্তপ্তনক্ষ--- অর্থাৎ দু-কোটিরও বেশী। এবং যে শ গবেষকের সাম্প্রতিক বইয়ে এ - খবরটি দেওয়া হয়েছে, তিনি তাঁর নামোল্লেখ করেছেন (দ্রষ্টব্য ঃ The Statesman. 19.06.03) ।

এই মহাহত্যার পশ্চাতে ষ্ট্যালিনের কোন ব্যক্তিগত লোভ বা স্বার্থান্বেষী কোন প্রেরণা সক্রিয় ছিল বলে আমার মনে হয় ন া। তাঁর সন্তান বা জামাতৃকুলের কোন বিশেষ খবরই আমরা জানিনা যেমন আমরা জানি যে নেপোলিওন একটার পর একটা দেশ অধিকার করে তাঁর নিজের ভাইয়েদের সেখানকার রাজা করেছিলেন, কেটা নকল আভিজাত্যের অন্বেষণে। ষ্ট্যালিনকে উত্তপ্ত করেছিল একটা অন্ধ বিশ্বাস ; বিপ্লব যখন ঘটছে, ইতিহাসের অমোঘ শক্তির চাপে, শ্রেনীবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবেই যেহেতু এটা লেখা আছে একটি জার্মান বইয়ে------ এবং সেই অজ্ঞাত, অনাস্বাদিত, শ্রেণীহীনতাকে ত্বরা ন্বিত করাই ছিল তাঁর কর্তব্য। এটা বিশ্বাসের আর একটি রূপ এবং এখানেও সেই একই, লক্ষ্যকে সামনে রেখে নৈতিকত াকে স্থগিত রাখার অলিখিত নির্দেশ। আমি এই বিশ্বাস ও আব্রাহামের বিশ্বাসের মধ্যে গভীর পার্থক্য দেখি না । আমরা কে

ানদিনও জানতে পারব না আব্রাহাম ঈশ্বরের কন্ঠ সত্যই শুনেছিলেন কিনা কিম্বা শিশু আইজাককে সত্যই ঈশ্বর, তার পিত ার উদ্যত ছুরিকা থেকে উদ্ধার করেছিলেন কিনা কারণ বিশ্বের সব পৌরাণিক কাহিনীই মনুষ্য - কল্পিত ও মানুষের ভাষায় লিখিত। কিন্তু আমরা এটা জানি যে সোভিয়েট ইউনিয়নে, ষ্ট্যালিন - যুগে, Teleogical supension of the ethical এর অজুহাতে যে মহাহত্যা হয়েছি
ল তা নিষ্ফল হয়েছে। শ্রেণীবিহীন সমাজে বাস করার অনির্বচনীয় আনন্দ এখনও মানুষ্যজাতির অভিজ্ঞতায় অনাস্বাদত।

কিয়ের্কেগার্ডের সমগ্র রচনায়, Fear and Trembling একটি ব্যাণ্ডেজ জড়ান বুড়ো আঙুলের মত উঁচু হয়ে আছে। এমনকি তাঁর অন্ধ ভক্তদের কাছেও বইটি একটি সমস্যা কারণ তাঁরা না পারেন একে ফেলতে, না পারেন গিলতে। এবং যঁারা নির্মোহভাবে কিয়ের্কেগার্ড সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তাঁরা, প্রায় সকলেই রীতিমত বিব্রতবোধ করেছেন আব্রাহ াম প্রসঙ্গে। আমি ইতিমধ্যে একবার H.P. Blackham এর নাম উল্লেখ করেছি। ব্ল্যাকহ্যাম এই বইটি নিয়ে কোন বিশদ আলোচনাই করেননি ; দু একটি উক্তির পর জানিয়েছেন যে এই বইয়ের মূল বক্তব্য একটি " কুৎসিত মৌলবাদ" (uncouth fundamentalism)। ১৫ব্লাকহ্যামের সঙ্গে একমত না হবার কোন যুক্তিই আমি দেখি না। তথাপি, এই 'মৌলবাদে'র কারণে বইটিকে ছুঁড়েফেলে দেওয়া মোটেই যুক্তিযুক্ত হবে না। পক্ষান্তরে, যে কোন ভাবুককে যথাযথভাবে বোধনীয় করার জন্য তার সবচেয়ে বিতর্কিত বা সবচেয়ে অস্বস্তিকর রচনা দিয়েই শু করা উচিত।

কিয়ের্কেকগার্ডের পিতা চরম দারিদ্র্য থেকে ব্যবসা করে যথেষ্ট বিত্তশালী হয়েছিলেন ; কিন্তু সারাজীবন তিনি এক দুর্জ্ঞেয় অপরাধবোধে ভুগেছেন যার ফলে এসেছিল মানসিক অবসাদ আর দুরপনেয় বিষণ্ণতা। এর থেকে পরিত্রাণের আশায় তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন " প্রাচীন টেষ্টামেন্টে"র জগতে। এবং এর সম্মিলিত প্রভাব পড়েছিল কিশোর সোরেনের উপর। তারপর অবশ্য যুবক সোরেন কিয়োর্কেগার্ড পিতৃসংশ্রব পরিত্যাগ করে চলে যান কিন্তু কৈশোরের প্রভাব থেকে তিনি আর কখনো মুক্ত হতে পারেননি। তদুপরি, যে খৃষ্টধর্ম মপ্রান্তর থেকে ইউরোপে এসে শিকড়বিস্তার করেছিল তার সঙ্গে "প্রাচীন টেষ্টামেন্টের"র খুব নিবিড় কোন যোগাযোগ ছিল না। গ্রীক চিন্তার প্রভাবে, বিশেষ করে প্লেটো - অ্যারিষ্টটলীয় দর্শনের রসায়নে তা পরিণত হয়েছিল একটি নিগূঢ় ধর্মতত্ত্ব বা theology তে আর এই Theology বিষয়টির প্রতি কিয়ের্কেগার্ডের ছিল গভীর অপ্রণয় অথচ তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল যৌবনে এই বিষয়টি অধ্যয়ন করতে যা তিনি এত অপছন্দ করতেন। বোধহয়, এর সব কিছু থেকেই তিনি মুক্তি খুঁজেছিলেন মভূমির তৃষ্ণার্ত ঈশ্বরের ভজনায় বা যাকে ব্যাকহ্যাম বলেছেন " কুৎসিত মৌলবাদ।"

১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর আব্রাহামের কাহিনী - সম্বলিত বই ঔন্দ্বজ্রস্তু বজন্দ্বপ্রস্তুন্দ্ধ এবং এই বছর প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর বিপুলভাবে জনপ্রিয় বই Either / or স্থানাভাববশতঃ এ বইটির কোন বিশদ আলোচনা আমরা করব না কিন্তু এই বইয়েরই মধ্যে আছে আর একটি জগদ্বিখ্যাত কাহিনীর পুনর্লিখন। সেটিই এখন আমাদেরআলোচ্য বস্তু। সোফোক্লেসের অ্যান্টিগনি নাটকের কাহিনীকে তিনি তাঁর নিজের ঢঙে, দশ পাতার একটি গদ্য রচনায় ঢেলে সাজিয়েছেন। মভূমির দেশ থেকে একেবারে সরাসরি ইউরোপীয় সভ্যতার জন্মভূমি এথেন্স ; একেশ্বরবাদের কঠোর শৃঙ্খলা থেকে বহুঈশ্বরবাদের বর্ণাঢ্য তান্ডবে। কিন্তু এই আকস্মিক পট পরিবর্তন অবশ্যই ইঙ্গিত করে না যে কিয়ের্কেগার্ড রাতারাতি বদলে গিয়েছিলেন। বদলে তিনি যাননি। এখানেও খৃষ্টধর্মের একটি প্রধান বক্তব্য তাঁকে ধাওয়া করেছে ছায়ার মত এবং এর মধ্যেও কিছুটা আধুনিকতার ইঙ্গিত আছে। রচনাটি আছে Either/ or এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে, যার শিরোনাম, The Ancient Tragical Motif As reflected in the Modern.

দুই

অদিপাপের পরিপ্রেক্ষিতে "আন্টিগোনি"

সর্বপ্রথমে উচ্চারণ সমস্যা। আমি গ্রীক ভাষা জানি না। বৃটেনে অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী মহলে উচ্চারিত হয় 'অ্যান্টিগোনি', ফ্রাঁন্সে আঁতিগোন্ এবং জার্মানীতে 'আনিগোনে'। আমি বৃটিশ উচ্চারণটা রাখছি।

অন্ধ নিয়তির তাড়নায় থেব্‌সের নৃপতি ইডিপাসের জীবনে যে কুম্ভীপাক নেমে এসেছিল এবং যে অপরাধের ফলে এটা ঘটেছিল তার জন্য তিনি আদৌ দায়ী ছিলেন না, বৃদ্ধ বয়সে তাঁর অন্তিম নিষ্কৃতি ও উদ্ধার এবং তার কন্যা অ্যান্টিগোনির বিদ্রোহিনী হবার কাহিনী সোফোক্লেশের যে ত্রিখণ্ডে সমাপ্ত Theban Tragedy লেখা হয়েছে তার সঙ্গে বয়স্ক বাঙালী পাঠক ও রসিক সমাজের সম্যক পরিচয় আছে।

১৯৫০-এ দশকে, শম্ভু মিত্র, প্রথম নাটক রাজা ইডিপাস বাংলায় মঞ্চস্থ করে রীতিমত সাড়া জাগিয়েছিলেন। আমরা তখন ছাত্র এবং সে -নাটক আমি দেখেছি। যতদুর জানি বাংলা রঙ্গমঞ্চে সেটা ছিল সোফোক্লেশের প্রথম প্রবেশ কিন্তু সেটা শেষ নয়। ১৯৭০ এর দশকের মধ্যভাগে, সাময়িক উন্মাদনার চাপে পড়ে ইন্দিরা গান্ধী যখন "এমার্জেনসি" জারী করে ভারতীয় গণতন্ত্রকে কিছুদিনের জন্য মসীলিপ্ত করেছিলেন ----যে গণতন্ত্রের জন্য আমরা, ভারতীয়রা গর্বিত এবং যে -গণতন্ত্র সারা বিশ্ব বহু প্রশংসিত ---তখন দ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত "অ্যান্টিগনি" বাংলা মঞ্চ স্থ করেছিলেন। আমি তখন বিদেশে ; কিন্তু আট হাজার মাইল দুরে থেকেও, দেশে কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে অবহিতছিলাম।

অ্যান্টিগনির কাহিনী ঘটছে, তাঁর পিতা ইডিপাসের মৃত্যুর পর। তাঁর ভাই এবং ইডিপাসের পুত্র, রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে, বিদেশী সেনার সাহায্যে তাঁর মাতৃভুমিকে আত্রমণ করে যুদ্ধে নিহত হলেন। থেব্‌সের তৎকালীন রাজা ত্রেয়ন ঘোষণা করলেন যে এই রাজদ্রোহীর মৃতদের কোন প্রথা - সিদ্ধ সৎকার হবে না ; শাস্তি হিসাবে তাঁর শব ফেলে রাখাহবে উন্মুক্ত কোন জায়গায় কুকুর, শৃগাল কিম্বা শকুনির ভোজ্য বস্তু হিসাবে। এই ঘোষণার বিদ্ধে বিদ্রোহ করে, অ্যান্টিগনি তাঁর ভাইয়ের মৃতদেহের যথারীতি সৎকার করলেন ও তার ফলস্বরূপ তাঁকে বন্দিনী হতে হল একটিগুহায় যেখানে তিনি আত্মহত্যা করলেন, তারপর তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখে তাঁর প্রণয়ী, রাজপুত্র হিমনেরও আত্মহত্যা এবং সেই সংবাদ পাওয়া মাত্রই রাজমহিষীরও আত্মহত্যা। অর্থাৎ ক্ষমতাসীন এক উগ্রস্বভাব নৃপতির হঠকারিতায় আর একটি রাজবংশ নিশ্চিহ্ন হল।
এই কাহিনীর বিন্যাস ও ব্যাপ্তি অসামান্য কারণ, প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে লেখা এই রচনার ভাঁজে ভাঁজে ছড়িয়ে রয়েছে, আমাদের আধুনিক জীবনের বহু মূল্যবান প্রশ্ন ও সমস্যা।

কোন রাষ্ট্রে, এক পক্ষে, একজন ব্যক্তি বা নাগরিক ঠিক কতটা স্বাধীনতা ভোগ ও অন্য পক্ষে, শাসনব্যবস্থা ঠিক কতটা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে অর্থাৎ সংক্ষেপে, authority এবং individual এর ক্ষমতা ও স্বাধীনতার মধ্যে কি ধরনের সামঞ্জস্য থাকলে একটি সভ্য রাষ্ট্র নির্বিঘ্নে চলতে পারে ; কিম্বা নিকট আত্মীয়দের শব সৎকারের অধিকার ও পদ্ধতি যা কিনা প্রত্যেকটি সভ্যতায় স্বীকৃত এবং অন্যান্য ধর্মীয় আচার - অনুষ্ঠান য একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতির সৃষ্টি করে --- অন্তত, এমিল দর্খুইম (Emile Durkheim) সে কথাই বলেছেন ---তার উপর কোন প্রশাসন অবলীলাত্রমে হস্তক্ষেপ করতে পারে কিনা ; কিম্বা, আইনের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তির কোন মৃতদেহ ----এমন কি যদি সে ব্যক্তি একটি জঘন্য অপরাধীও হয়----আবার বিচারের জন্য কোর্টে আনা যায় কিনা বা তার উপর শাস্তি আরোপ করা যায় কিনা; কিম্বা কোন নিরঙ্কুশ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চত্রব্যুহের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে কোন নারীর পক্ষে একক বিদ্রোহ করে সফল হওয়া আদৌ হওয়া সম্ভব কিনা, এই রকম অনেক প্রশ্ন, অ্যান্টিগনির আখ্যানের ভিতর থেকে জল কিম্বা তেলের মত টপটপ করে চুঁইয়ে পড়ছে।

এবং এই কাহিনীর আলোচনা হয়েছে পর্বতপ্রমাণ। এই আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল উনিশ শতকের গোড়ার দিকে হেগেল ও তাঁর শৈশবের বন্ধু কবি হায়েল্‌ডারলিনের হাতে। তরপর হয়েছে একটানা বিভিন্ন আলোচনা, বিভিন্ন দৃষ্টিগোণ থেকে এর বিচার, যা, একমাত্র শেক্সপীয়ারের হ্যামলেট ছাড়া বিশ্বের অন্য কোন সাহিত্য সৃষ্টিকে নিয়ে হয়নি। সারা উনিশ শতক ধরে এবং বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় সকলেই কিছু না কিছু বক্তব্য রেখেছেন এই প্রায় অলৌকিক না

য়িকার উপর ; ম্যাথু আর্নল্ড থেকে জর্জ ইলয়ট থেকে ভার্জিনিয়া উলফ্। যখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে, ১৯১৬ সালে, রোম্যাঁ রোঁলা লিখেছিলেন, A L' Antigone eternelle বা "শাশ্বতী আঁতিগোনের প্রতি" আর ১৯৪৪ সালে, তখন চলছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ফ্রান্সে, নাট্যকার ঝাঁ আনুই প্রকাশ করেছিলেন তাঁর নাটকআঁতিগোন। আমি অবশ্যই অ্যান্টিগোনি বিশারদ নই এবং এই রাশি রাশি অ্যান্টিগোনো সংক্রান্ত রচনা অধিকাংশের সঙ্গেই আমার কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। দু দশক আগে ১৯৮৪ সালে প্রখ্যাত বৃটিশ সমালোচক জর্জ ষ্টাইনার (George Steiner) একটি চমৎকার বই প্রকাশ করেছেন Antigones নামে। এখানে দ্রষ্টব্য যে নামের শেষে s যোগ দিয়ে নায়িকাকে বহুবচনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই বইটিতে আলোচিত হয়েছে ঐ গ্রীক নায়িকার উপর বিভিন্ন মতামত । আমরা এই বইটিতে আর একবার ফিরে আসব।

এই বিপুল অ্যান্টিগোনি - সাহিত্যের স্তুপের মধ্যে কিয়ের্কেগার্ডের মাত্র দশপাতার প্রবন্ধটি খুবই বিচিত্র এবং অভিনব কিন্তু সে প্রসঙ্গে যাবার আগে আমাদের একবার দ্রুত দেখে নেওয়া প্রয়োজন "অ্যান্তিগনি" সম্পর্কে হেগেল কি বলেছিলেন কারণ যদিও কিয়ের্কেগার্ড ছিলেন হেগেল - বিরোধী, হেগেল কিন্তু তাঁকে সহজে ছাড়েননি ; পাওনাদারের মত মাঝে মধ্যে তাঁর পিছনে ধাওয়া করেছেন।

তাঁর যৌবনের লেখা Phenomenology of Mind পড়ে এটা স্পষ্টতই বোঝা যায়যে অ্যান্টিগোনি পাঠের পর হেগেল গভীরভাবে অভিভূত হয়েছিলেন ; এমনকি ঐ তেজস্বিনী নায়িকার প্রতি রীতিমত আকৃষ্টও হয়েছিলেন। তাঁর ডায়ালেকটিকাল চিন্তা অবশ্যই বিসর্জন দেননি। দুটো বিপরীত চিন্তাধারার সংঘাত যে এক-নাটকে রয়েছে তা সহজেই নিরীক্ষ্য। হেগেলের বক্তব্য খুব সংক্ষেপে এই।

যদি নারীত্ব হয় স্বাভাবিক (natural) এবং প্রাকৃতিক (elemental) এবং যদি তা হয় পরিবারের প্রতীক ও রক্ষাকর্ত্রী ও যদি তার দায়িত্বে থাকে গৃহদেবতাদের আচার - অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ----- যে গৃহদেবতাদের প্রচীন রোমে বলা হয় Penates ; শব্দটা হেগেল ব্যবহার করেছেন --- তাহলে সেই নারীত্বের সঙ্গে যা জাগতিক, রাষ্ট্রিক বা যথাযথ (actual) এবং মূর্ত (concrete) শক্তির সংঘাত ঘটতে পারে। -'Womankind – The Everlasting irony in the life of the community – changes by intrigue the universal purpose of overnment into a private end…" ।১৬ কিন্তু নাটকের এই সংঘাত, যা জাগতিক ও মূর্ত তা কিন্তু বীরদর্পে জিততে পারেনি। -'But the actual and concrete, which has taken away from what is inward its honour and Power, has thereby consumed its own real nature" ।১৭ ফলতঃ এই অসামান্য নাটকের নির্যাস কি হয়ে প্রতিভাত হল সেটা হেগেলের নিজের মুখেই শুনুন ঃ -'She asserts that it is everywhere the force of youth that really counts; She upholds this as of primary significance" ।১৮ অর্থাৎ যৌবন বনাম বার্ধক্য।

কিন্তু, অতিশয় দুর্ভাগ্যের কথা এই যে আর পাঁচজনের মত হেগেলকেও বৃদ্ধ হতে হয়েছিল - সে যুগে প্রৌঢ়ত্বের মাঝামাঝি অবস্থায় পৌঁছালে মানুষকে বৃদ্ধ বলা হত ---- এবং বৃদ্ধ বয়সে তিনি যখন বার্লিন ঝিবিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা আরামদায়ক ও বিখ্যাত চেয়ারে পরম পরিতোষে আসীন তখন তিনি তাঁর যৌবনের অনেক কিছুই বদলে ফেলেছেন। প্রাশিয়ান রাষ্ট্রের বেতনভুক ব্যক্তি হয়ে --- মাফ করবেন, এটা আমার নয়, এটা কার্ল পপারের কথা ১৯--- তিনি যখন ঐ রাষ্ট্রের মহিমা কীর্তনে ব্যস্ত, তখন তিনি অ্যান্টিগোনি সম্পর্কে মতামতও বদলে ফেলেছেন। বৃদ্ধ বয়সে প্রদত্ত বক্তৃতা, Lectures on the Philosophy of Religion, Vol. II তে, আবার ট্রাজেডি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা আছে। তাঁর মূল বক্তব্য, ট্রাজেডি, বিশেষত ঃ গ্রীক ট্রাজেডির প্রধান উপজীব্য বস্তু হল দু'টি সমানভাবে ন্যায়সঙ্গত (equally justified) শক্তির দ্বন্দ্ব এবং "অ্যান্টিগোনি" সম্পর্কে তাঁর সাফ্ কথা :-'Creon is not a tyrant but really a moral power; Creon is not in the ভ্রজ্ঞম্প্সন্ধ জ্ঞ ড়ন্দ্ব ষ্প্রন্তব্ধন্তব্দ ব্ধড়ব্ধ ব্ধড়ন্দ্ব প্তভ্র ম্পন্দ্র ব্ধড়ন্দ্ব ত্রব্ধব্ধন্দ্ব, ব্ধড়ন্দ্বত্রত্তব্ধড়ম্পজ্ঞনব্ধন্ত ম্পন্দ্র ঞ্চম্প্লন্দ্বজ্ঞপ্পন্দ্রব্ধ, নব্দ ব্ধম্প ন্ধ্ব ড়ন্দ্বপ্তস্তু ন্ত জ্ঞন্দ্বব্দম্নান্দ্বন্তব্ধ,ত্রস্তু ব্ধড়ব্ধ ম্নাক্তনব্দড়প্পন্দ্রব্ধ ন্দ্রম্পপ্তপ্তম্পভ্র ব্ধড়ন্দ্ব ন্তন্দ্রজ্ঞন্তব্ধনম্প

ঈনন্দ্র হ্মড়ন্দ্ব প্তব্র,*২০ যৌবনের কপালে রাজটিকা দেবার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। এখন ডায়ালেকটিক্সের পাল্লা ত্রেয়নের দিকেভারী । হেগেলের মনোজগৎ থেকে অ্যান্টিগোনি এখন নির্বাসিতা। যাঁর হাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা তিনিই এখন নৈতিক শক্তি ; moral power ; এটাই ছিল হেগেলের পরিণত বয়সের রাষ্ট্র চিন্তা, যার মধ্যে, অনেকের মতে, নিহিত ছিল জার্মান ফ্যাসীবাদের বীজ, যা ১৯৩৩ সালে হিটলারের ক্ষমতায় আসার পর একটি বিষাক্ত মহীহে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ও প্রসঙ্গ এখন যাক।

কিয়ের্কেগার্ড কিন্তু এখনও আসেন নি ; কিন্তু তিনি আসছেন। গ্রীক নাট্যকারদের---- বিশেষত ঃ সোফোক্লেশ ---সম্পর্কে গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা হেগেলের বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অটুট ছিল ; কিন্তু Philosophy of Religion -এর উপর বক্তৃতায় --- যা এখন আলোচ্য ---হেগেল গ্রীক ও আধুনিক ট্রাজেডির মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ্য ও আলোচনা তা আমার মতে, মূল্যবান এবং তা কিয়োর্কেগার্ডকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল।

নিয়তি, nemesis, fatum এক দুর্জ্ঞেয়, অনঢ় শক্তি যার মধ্যে কোন যৌক্তিকতা নেই এবং এই কারণে সে অন্তঃসারশূন্য এবং মানুষের ধারণা শক্তির বাহিরে । উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করা মাত্রই মানুষ এই নিয়তির দ্বারা প্রহৃত, দন্ডিত হয়, তার ন্যূনতম স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতেহয়। সে অবস্থায় আর বিশেষ কিছুই করার থাকে না, অনঢ় অস্তিত্ববা pure being - এর মধ্যে প্রবেশ করা ছাড়া। যেখানে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বুঝতেই পারে না ঠিক কি কারণে তার এই দুর্ভোগ, যেখানে কারণ - প্রতিফল সম্পর্কে বা causality বলে কিছু নেই সেখানে আত্মচেতনা ছব্দন্দ্বপ্তন্দ্র — স্তুঙ্গক্ষ্নব্দস্তুনঙ্গস্তুব্দক্ষন্দ্বব্দব্দগ্ল বা মনন (reflection) এর কোন সুযোগই নেই। হেগেলের মতে, গ্রীকদের এই আদিম (primitive) চিন্তা তাদের রচিত ট্রাজেডিগুলির মধ্যে টিকে গেছে এবং ঐ রচনাগুলিকে একটি নির্দিষ্ট চরিত্র দিয়েছে। অন্ধ, যুক্তিহীন নিয়তির শক্তিতে বিধবস্ত নায়কের যন্ত্রণায় আমাদের এক অসম্পূর্ণ বেদনা হতে পারে কিন্তু নিয়তিকোন মহত্তর আধ্যত্মিকশক্তি বা নৈতিকতার প্রতীক হতে পারে না। -' Yet there remains here something in that the higher element does not appear as the infinitely spiritual power ; we still have here an unsatisfied sorrow arising form the fact that an individual perishes."
অর্থাৎ যেটা বিশেষভাবে প্রয়োজন এবং যেটা আধুনিক ট্রাজেডিতে দেখা য়ায় তা হল নায়কের নিজের সম্পর্কে একটি পরিস্কার ধারণা এবং এই অপরাধবোধের উদ্রেক হওয়া মাত্রই আবার পুনদ্ধার হয় সেই নৈতিক জগতের যেখানে পাপ ও পুণ্য, ভালো ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায় নির্দিষ্টভাবে পৃথক ও যে জগৎকে নায়ক সাময়িকভাবে ধবংস করেছিল এবং পুনদ্ধারের সঙ্গে ঘটছে শেষ মীমাংসা বা reconciliation ।হেগেলের মতে -'It is congenieal to our way of feeling that that tragedies should have conclusions which have in them the element of reconciliation" ।২২ এই শেষ মীমাংসা অধিকাংশ গ্রীক ট্রাজেডিতে নেই। হেগেলের মতে, খানিকটা ব্যতিত্রম সোফোক্লেশের Theban Tragedy র দ্বিতীয় নাটক Oedipus at Colonus যার শেষে দেবতারা ফিরিয়ে নিলেন ইডিপাসকে। পক্ষান্তরে অ্যান্টিগনি শেষ হল এক নঙর্থক সমাধান (Negative Solution) -এ। কোন মীমাংসার সম্ভাবনা না রেখে দুটি রাজপরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

হেগেলের এই বক্তব্যগুলিকে ফুৎকারে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয় ।এবং এগুলিকে যথাযথ গুত্ব দিতে হলে খাঁটিও গোঁড়া হেগেলিয়ান হবারও কোন প্রয়োজন নেই। হেগেলের এই গাঢ় নাট্যচিন্তা, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে , জার্মানীতে তাঁর টীকাকারদের হাতে ও ইংল্যান্ডে A. C. Bradley র মাধ্যমে প্রভুত প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমাদের প্রবন্ধে কিন্তু, এখানেই হেগেলের প্রস্থান ও কিয়ের্কেগার্ডের পুনঃপ্রবেশ।

যখন ইয়োরোপে বহুদেশে অ্যান্টিগোনির কাহিনীর আমূল কোন পরিবর্তন না ঘটিয়ে নতুন করে ব্যাখ্যা করে তাকে উপস্থাপন করা বা তাকে নতুন দৃষ্টিকোণে বিচার করাই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা রেওয়াজ হয়েছিল, কিয়ের্কেগার্ড সমস্ত কাহিনীকে বদল করে, শুধুমাত্র নায়িকার নাম বজায় রেখে, একটি আনকোরা নতুন কাহিনী লিখলেন । এর মধ্যে সোফে

াক্লেশের বাষ্পমাত্র নেই কিন্তু সারা কাহিনী জুড়ে রয়েছেন হেগেল বা আধুনিক ট্রাজেডি সম্পর্কে হেগেল যা বলেছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ থিম্ বা বিষয়ের উপর কোন ছাত্রের টিউটোরিয়াল ওয়ার্ক।অন্তত আমি সেইভাবেই এই রচনাকে দেখেছি।

"অ্যান্টিগোনি আমার সৃষ্টি", এই কথা বলে তিনি শু করেছেন তাঁর নিজের আখ্যান এবং শুতেই, গ্রীক ট্রাজেডির উপজীব্য নিয়তি বা Nemesis কে বিদায় দিয়ে তিনি হাজির করলেন অপরাধবোধ যেহেতু তাঁর এই নতুন কাহিনী হবে 'আধুনিক' । -'This name I retain from the ancient tragedy…although from another point of view, everything will be modern"(২৩) আধুনিক অর্থাৎ হেগেলীয় অর্থে আধুনিক এবং সেইজন্য প্রয়োজন কোন তীব্র অপরাধ বোধের। -'In order to experience sorrow, the tragic guilt must vacillate between guilt and innocence, that whereby the guilt passes over into her consciousness must always be a determination of substantiality" । ২৪ অথচ নায়িকা নিজে কোন অপরাধ করেননি; তিনি রয়েছেন অপরাধ আর নির্দোষিতার মধ্যে কোন এক নিরালম্ব অবস্থায়। কিন্তু কি এই অপরাধ? ইডিপাসের জীবনে ও পরিবারে যে ভয়াবহ অপরাধ ঘটেছিল তাতে নায়িকার কোন ভুমিকা ছিল না কিন্তু তিনি জানতেন সেই সত্য অন্য কেউ জানবার আগে ।অ্যান্টিগোনি জানতেন যে তিনি তাঁর পিতৃঘাতী পিতা ও তাঁর পিতামহীর অবৈধ মিলনের ফল। -'At an early age, before she was fully developed, dim suspicious of this horrible secret had at times gripped her soul, until certainty with a single blow cast her in to the arms of anxiety"২৫ এই সত্য যখন কেউই জানে না, যখন দুর্ঘটনা শু হয়নি এবং টিরাসিয়াসকে ডেকে আনারও কোন প্রয়োজন হয়নি, তখন থেকে নায়িকা এই সত্যকে অন্তরে রেখেছেন, গোপনে কারণ এ-সত্য অন্য কাউকে বলার নয়, এর থেকে নিষ্কৃতি অসম্ভব এবং এই পরিস্থিতিতে অস্তিত্ব এক অন্ধকার কারাগার যেখানে অন্তহীন উৎকণ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নেই। -'For anxiety is a reflection and in this respect is essentially different from sorrow" ।২৬ কথাটা মূলত হেগেলেরই কিন্তু anxiety বা উৎকণ্ঠা শব্দের ব্যবহাহার কিয়ের্কেগার্ডের নিজস্ব এবং ভাবুকদের মধ্যে উনিই সর্বপ্রথম উৎকণ্ঠা'কে একটি নির্ধারিত বিষয় বা Category হিসাবে ব্যবহার করেছেন এবং এখানেই আমরা সরাসরি আধুনিক----শুধু হেগেলীয় অর্থে নয়----আধুনিক অর্থে আধুনিক চিন্তার জগতে প্রবেশ করছি যে চিন্তা বিশ শতকে, প্রথম যুদ্ধের পর, মাথা চাড়া দিয়েছে। ডেনিশ ভাষায়---যে ভাষার কিয়ের্কেগার্ডের সব রচনা লেখা ---কি শব্দ ব্যবহার হয়েছে জানিনা। তাঁর বই প্রথম অনুদিত হয় জার্মানি এবং ঐ ভাষায়, angst শব্দটি ব্যবহৃত হয়। দৈনন্দিন জার্মানে angst মানে ভয় এবং শব্দটি প্রতিদিন লক্ষ বার উচচারিত হচ্ছে জার্মান ভাষী দেশগুলিতে। কিন্তু কিয়ের্কেগার্ডের রচনা জার্মানে প্রকাশিত হবার পর এবং বিশেষ করে হাইদেগারের Sein und Zeit (Being and Time) ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হবার পর----- যে হাইদেগার যৌবনে প্রভুত যত্ন সহকারে কিয়ের্কেগার্ড পড়েছিলেন এবং প্রথম দিকে খানিকটা প্রভাবান্বিতও হয়েছিলেন--- angst শব্দটি উল্লেখযোগ্য দার্শনিক তাৎপর্য পেয়েছে। শব্দটি এখন বহু ব্যবহৃত, এমনকি ইংরাজীতেও meta-physical angst উক্তিটি ব্যবহার হয়। বস্তুত, উৎকণ্ঠার উপর কিয়ের্কেগার্ডের একটি বই আছে যদিও সে বইটি আমি এ-প্রবন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করব না। বইটির নাম Concept of Dread এই একই বইয়ের ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ করেছে প্যারিসে Gallimard ; তার শিরোনাম Le Concept de L'Angosse; augosse বা উৎকণ্ঠা ।অর্থাৎ ফরাসী অনুবাদের শিরোনামটিই যথোচিত।

বিপদ বা সংকট এসে পৌঁছেছে আর উৎকণ্ঠা আসে বিপদ আসতে পারে এই আশংকায় যেমন, ডাক্তার বলছেন রোগটা জটিল হতে পারে, অবিলম্বে এক্স -রে করা দরকার বা মেয়ে কলেজ থেকে ফিরতে অত্যন্ত দেরী করছে দেখে। উৎকণ্ঠার উদ্রেক সর্বদাই একটা সম্ভাব্যতার মধ্যে অর্থাৎ যদি ও তাহলে'র টানাপোড়েনে।

যদি ঈশ্বরে বা খৃষ্টে বিশ্বাস রাখা দুঃসাধ্য হয় তাহলে কি অবস্থা মানুষের হতে পারে তা নিয়ে কিয়ের্কেগার্ডের অনেক রচনা আছে ; প্রায় অধিকাংশই তাই। আর, যখন এটা ধরেই নেওয়া হয়েছে যে এ-জগৎ ঈশ্বরহীন বা ঈশ্বর পরিত্যক্ত তাহলেও এক ধরনের উৎকণ্ঠার উদ্রেক হতে পারে এবং তার সর্বাপেক্ষা গাঢ় আলোচনা আছে হাইদেগারের Being and

Times এ-বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য এই বইয়ের Sections 40 এর 67 ।

কিয়োর্কেগার্ড -সৃষ্টি অ্যান্টিগোনির উৎকণ্ঠার প্রধান কারণ ছিল যদি এটা ভয়াবহ সত্যও হয় তাহলেও তাঁকে সেটা গোপন রাখতে হবে এবং তার কোন প্রতিকারও সম্ভব নয় কারণ যে ঘটনা একবার ঘটে গেছে তাকে অঘটিত করা সম্ভব নয়। এই বাধ্যতামূলক জুগুপ্সা কিয়ের্কেগার্ডের নায়িকার জীবনে এনেছে এক তীব্রতা এবং তার ফলস্বরূপ এসেছে একটানা চিন্তা বা মনন ; এক কথায় অন্তর্মুখীনতা বা Subjectivity । এবং সমস্যাটা এমনই যে এর উৎস আছে অতীতে যা নিয়ে চিন্তা করার পরিণাম, সময় বা কাল সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার অবলুপ্তি। “In addition, anxiety always involves a reflection upon time, for I cannot be anxious about the present, but only about the past and the future, but the past and the future, so resisting one another that the present vanishes, are reflective determinations” ।২৭ এটা অবশ্যই সত্য যে অতীত অর্থাৎ যা ঘটে গেছে এবং ভবিষ্যৎ অর্থাৎ যা এখনও ঘটেনি এ দুইই অন্তঃসারশূন্য ও অস্তিত্বহীন অথচ আমরা যাকে বর্তমান বলে চিহ্নিত করতে অভ্যস্ত সেটাও একটানা নির্ধারিত করেছে অতীত ও ভবিষ্যৎ, যেহেতু বর্তমানও অস্তিত্বহীন। এইখানে আমরা পুনরায় মুখোমুখি হাইদেগারের সঙ্গে। এই কথাটা ইনি বর্তমান বলেছেন তাঁর Being and Time (Section 81) এ। Jetzt – Zeit বা Now-time বা এখন সময় (অর্থাৎ বর্তমান) অস্তিত্বহীন কারণ মূহূর্তগুলি প্রতি মূহূর্তেই অতীত হয়ে যায় রয়ে যায় শুধু অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের আশা।

কিয়ের্কেগার্ডের অ্যান্টিগোনে উপাখ্যানে এমন কিছু নাটকীয় ঘটনা নেই ; থাকার কথাও নয়। প্রকৃতি এটা সহ্য করে না যে একজন রক্তমাংসের মানুষ ধীরে ধীরে একটি নিরবয়ব আধ্যাত্মিকতা বা মননে পরিণত হোক। সুতরাং তাঁর জীবনেও প্রেম এল কিন্তু সে প্রেমের কোপ স্বাভাবিক পরিণতি --- অর্থাৎ বিয়ে হতে পারে না যে মারাত্মক সত্য তার অন্তরে বাসা বেঁধে রয়েছে তা ভাবী স্বামীর কাছে গোপন রাখা অসম্ভব । তাঁর প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট প্রেমিকের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত এতদিন ধরে গোপন রাখা সত্য প্রকাশ করলেন ও সেই সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু।

এই বিচিত্র কিন্তু অতিশয় মূল্যবান রচনার মধ্যে যা বিস্তৃত হয়ে হয়েছে তা এক রহস্যময় পাপবোধ ; একটি নির্দোষ প্রাণীর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া একটি পাপের দ্বারা চালিত হওয়ার কাহিনী অর্থাৎ খৃষ্টধর্মের মূলসূত্র যে আদি পাপ বা Original Sin তারই এক অভিনব প্রকাশের প্রচেষ্টা। যাঁরা কিয়ের্কেগার্ডের রচনার সঙ্গে সম্যক পরিচিত এবং খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে অন্তত কিছু জানেন তাঁরা কেউই এটা বুঝতে ভুল করবেন না। অতিশয় বিদগ্ধ এবং অসামান্য বুদ্ধিমান সমালোচক জর্জ ষ্টাইনার-ও ভুল করেন নি। যদিও তিনি এ ব্যাপার নিয়ে খুব বেশী কিছু আলোচনা করেন নি । কিন্তু তিনি বলেছেন :-’The preliminary observations on ancient and modern tragic drama make evident that Kierdegaard, like St. Augustine and Pascal before him, is wrestling with the paradox of-’innocent guit’, of the legacy of original sin in the soul and flesh of the individual. Christianity and reflexity modernity have assigned to this paradox a visibility denied to the Greek-’naivety’, to the primitive notion of the hero’s fated doom.”

কিয়ের্কেগার্ডের অ্যান্টিগোনির উপর ষ্টাইনারের বক্তব্যের অনেক কিছুই আমরা আমাদের আলোচনার মধ্যে আনিনি কিন্তু তাঁর আর একটি বক্তব্য, মনে হয় এখানে উল্লেখযোগ্য।

পিতার অপরাধ নির্দোষ সন্তানের উপর বর্তানোর কাহিনী এবং জুগুপ্সা বা secrecy যাকে কিয়ের্কেগার্ড এত মহিমান্বিত করেছেন তাঁর অ্যান্টিগোনি আখ্যানে তার পশ্চাদপটে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কোন প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে । ষ্টাইনার এমন একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন যদিও প্রচ্ছন্নভাবে।

কিয়ের্কেগার্ডের ব্যক্তিগত জীবন রহস্যময় । কি কারণে তাঁর বিচ্ছেদ হয়েছিল ধর্মান্ধ পিতার সঙ্গে ? কেনই বা তিনি

নিজেকে মুছে ফেলার চেষ্টায় প্রত্যেকটি বই ছেপেছিলেন ছদ্মনাম--- Frater Taciturn-us বা Johannes de Silentio জাতীয় নামের আড়ালে ? এ ব্যাপারে সামান্য আলোচনা করে ষ্টাইনার লিখেছেন,-'Thus there is in the adoption of Antigone to represent Kierkegaard himself in relation to his father and to Regine Olsen an act of deliberate selection" ।২৯ এটা অবশ্যই একটি অনুমান মাত্র কিন্তু এর মধ্যে কয়েক কণা সত্য থ াকতেও পারে।

কিয়ের্কেগার্ডের অ্যান্টিগোনি উপাখ্যান তিনটি ভিত্তি প্রস্তরের উপর স্থাপিত। (১) একটি অবিস্মরণীয় গ্রীক নাটক, (২) হেগেলের নাট্য চিন্তা ও তাঁর নির্দিষ্ট প্রাচীন ও আধুনিক (অর্থাৎ খৃষ্টান ইউরোপীয়) মানসিকতার পার্থক্য, এবং (৩) খৃষ্টিয় আদি পাপ। এই ত্রিভুজের মধ্যে নক্ষত্রের মত ঝিকমিক করছে কয়েকটি আধুনিক চিন্তার বীজ যে চিন্তা, পরে, বিশ শতকে, বিশেষত হাইদেগার ও তাঁর অনুগামীদের হাতে অন্য এক গুত্ব ঘনত্ব পেয়েছিল। আমাদের, অবিশ্বাসীদের, বে াধহয় এটাই একমাত্র প্রাপ্তি।

তিন
আধুনিকতা বনাম উত্তর - আধুনিকতা

কিয়োর্কেগার্ডের সবশেষ গুত্বপূর্ণ দার্শনিক রচনা The Sickness unto Death (1849) এ আমরা আধুনিকতার অ ারো কাছে, প্রায় কেন্দ্রবিন্দুতে, এসে পৌঁছেছি। যদি কোন ব্যক্তি ঈশ্বরে বা খৃষ্টে বিশ্বাস করতে গররাজি হন, সরাসরি বিরো ধিতা করেন বা এই বিশ্বাসকে রীতিমত অসম্মানকর (offence) মনে করেন এবং সেই ব্যক্তি যদি ভাবুক প্রকৃতির হন, মননের অভ্যাস থাকে, তাহলে তাঁকে কি অভিজ্ঞতার মধ্যে বাস করতে হতে পারে---অবশ্যই যদি তাঁর খৃষ্টান পরিবারে জন্ম হয়ে থাকে--- সেই অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ এই বইয়ের মূল বিষয়।

যে ধরনের চিন্তা বা রচনাশৈলীকে আমরা আধুনিকতা আখ্যা দিতে অভ্যস্ত তার সূত্রপাত ইউরোপে, উনিশ শতকের শেষ দিকে, যখন ভাবুক, লেখকদের এক বৃহৎ অংশ খৃষ্টধর্মে প্রায় পুরোপুরি আস্থা হারিয়ে এক ধরনের গভীর নৈরাশ্য, হতাশা, শূন্যতাবোধ, জীবনের উদ্দেশ্য হীনতা জাতীয় নেতিবাচক অনুভুতির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন ও দার্শনিক চিন্ত ার ক্ষেত্রে এসেছিল উগ্র পজিটিভিজম্ কিম্বা নব্য-কান্টিয়রাদ (Neo-Kantism) এবং এ দুয়ের কোনটাই ঈশ্বরে বিশ্বাসকে আর সম্ভব বলে ভাবেনি। অবশ্যই এর পিছনে ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর নির্মম যুক্তিবাদ আর উনিশ শতকের মাঝামাঝি এল কফিনের শেষ পেরেক ---অর্থাৎ ডারউইনের বিবর্তনবাদ----যা আসার পর বাইবেলের অধিকাংশ কাহিনীই বিশেষত ঃ Genesis এর উপাখ্যান ---পরিণত হল শিশুপাঠ্য রূপকথায় যেটা থাকা উচিত কোন ঠাকুরমার ঝুলিতে।

এই সমগ্র বইটি সেই নৈরাশ্যের নিপুণ ব্যবচ্ছেদ। বইটির মূল ডেনিশ শিরোনাম জানিনা ; বোধহয় একই। ইংরাজীঅনুব াদের শিরোনাম নেওয়া হয়েছে, New Testament- এ -'This Sickness is not unto death" । কিন্তু ফ রাসী অনুব াদে শিরোনাম বদলে দেওয়া হয়েছে, Traite du desespoir বা "নৈরাশ্য - সংহিতা"। এ -শিরোনাম অনেক বেশী ক ার্যকরী। ১৯৬০ ও ৭০ -এর দশকে এ-বই চুম্বকের মত আকর্ষণ করেছিল ছাত্র - ছাত্রীদের। আমি নিজেও এই -বই প্রথম পড়েছি ফরাসী অনুবাদে ১৯৬৯ সালে। তখন আমি ফ্রান্সে ছাত্র। কিয়ের্কেগার্ডের পাঠশালায় এটাই আমার হাতে খড়ি ; প্রথম বর্ণপরিচয়। এ - বইটি জানা থাকলে, বোদলেয়ারের কবিতায় একঘেয়েমী (boredom) র বর্ণনা, ফ্লোবেয়ারের মনুষ্যবিদ্বেষ ডষ্টয়েভ্স্কির উপন্যাসে নাস্তিকদের বীভৎস চিত্র এমনকি টলষ্টয়ের দু-একটা গল্প অনেক সহজবোধ্য এবং সহজপাচ্য হবে।

যে ধরনের শৈলী, বইটির শুতে ব্যবহৃত হয়েছে, যে ধরনের বাক্যবিন্যাস তা কিন্তু অনেক পাঠককেই একটা ধাক্কা দিতে প ারে, মনে হতে পারে যে এ বোধহয় কোন গুহ্যতত্ত্ব (esoteric doctrine) সংক্রান্ত রচনা। বইটির শু হয়েছে এভাবে

:-'Man is spirit. But what is spirit? Spirit is the self. But what is the self? The self is a relation which relates itself to its own self, or it is that in the relation (which accounts for it) that the relation relates itself to its own self; …" ।৩০ পড়ে মনে হচ্ছে এ যেন, দুশো আড়াইশো বছর আগে, নেপাল কিম্বা তিববতে খুঁজে পাওয়া কোন প্রাচীন তান্ত্রিক পুঁথির ইংরেজী তর্জমা, তাইনা ?* কিন্তু বস্তুত. ব্যাপারটা অত দুরূহ কিছু নয় এবং Spirit এখানে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বহু ঊর্ধে থাকা কোন সত্ত্বা নয়। এই উদ্ধৃতিতে কিয়ের্কেগার্ড যা বলেছেন Spirit হল তাই অর্থাৎ মানুষের নিজস্ব সত্ত্বা, তার প্রাতিস্বিক সত্ত্বা ---(কিয়ের্কেগার্ড অবশ্য ধরে নিয়েছেন যে মানুষের ঐ ধরনের কোন সত্ত্বা আছে)---যে প্রাতিস্বিকতা সম্পর্কে মানুষ প্রায় সর্বদাই অচেতন থাকে কিন্তু কোন প্রচন্ড সংকটের সময়, হতাশা নৈরাশ্য কিম্বা শূন্যতাবোধে আক্রান্ত হয়ে সে তার এই নিজস্বতার মধ্যে ডুবে যায়। সেইজন্যই কিয়ের্কেগার্ডের দৃষ্টিতে বা চিন্তায় নৈরাশ্য এত গুত্বপেয়েছে। মোট কথা যেটা প্রয়োজন সেটা একটা তীব্র সংকট সেটার আবির্ভাবের জন্য প্রয়োজন কোন আশা, খুব বৃহৎ কোন আকাঙক্ষা অথবা কিছু ঘটার জন্য নিবিড় আগ্রহে প্রতীক্ষা এবং শেষ পর্যন্ত যদি সেটা না ঘটে, আশা অপূর্ণ থাকে, হতাশা বা নৈরাশ্যের আবির্ভাব হয় তখনই। এবং নিরাশ মানুষের নৈরাশ্য গড়ে ওঠে ঐ ঘটনাকে ঘিরে নয়, ঐ ঘটনার ফলে তার অবস্থায় য়ে পরিবর্তন হতে পারতো সেটা হল না বলে, অর্থাৎ তার নিজের অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে ।এখানে কিয়ের্কেগার্ড ****

* অনেকের ধারণা কিয়ের্কেগার্ড এই ধরনের রচনাশৈলী ব্যবহার করেছিলেন হেগেলের শৈলীকে বিদ্রুপ করে তাকে প্যারডি করার জন্য। এই অনুমান সত্য হতেও পারে কিন্তু নাও হতে পারে।

**** একটি উদাহরণদিয়েছেন। একজন প্রবলভাবে উচচাকাঙক্ষী মানুষ সীজার বা রাজা হতে চান। তা না হতে পারার জন্য যে নৈরাশ্য সেটা কিন্তু সীজারে কেন্দ্রীভূত নয় ; এই ব্যর্থতার পর তাঁর নিজের অস্তিত্ব তাঁর কাছে -'now absolutely intolerable" । যখন জীবন অসহনীয় তখন মৃত্যুই শ্রেয় অথচ মৃত্যু কামনা করলেই ঘটে না এবং আত্মহত্যাও কঠিন তখন নৈরাশ্য অন্য এক তীব্রতা পায়। -'So when the danger is so great that death has become one's hope, despair is the disconsolateness of not being able to die." ৩১ এই নৈরাশ্য এক ধরনের অসুস্থতা যার কোন প্রতিকার সম্ভব নয় ; এটা পাজারাস -এর রোগ নয় যার সম্পর্কেযীশু বলেছিলেন এ রোগে মৃত্যু হবে না ; এটা Sickness unto death; মৃত্যু অনিবার্য ।আশ্চর্যের কথা এই নৈরাশ্যকে কিয়ের্কেগার্ড একটি অভিশাপ বলে বাতিল করে দেননি। হতাশা শুধু আশার নেতি (negation) নয় ;হতাশার একটি ইতিবাচক দিক এই যে তা মানুষকে তার আপন সত্ত্বা, তার প্রাতিস্বিকতা ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু সমস্যাটা হয় তখনই যখন এই ফিরে পাওয়া নিজস্বতা বা প্রাতিস্বিকতা ঈশ্বরের কাছ থেকে সরে এসে, কাল (Time) এবং স্থানের (Space) গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। -'…because to have a self, to be a self, is the grea-test concession made to man, but at the same time it is eternity's demand upon him" ।

বলা বাহুল্য, এই উল্লেখযোগ্যভাবে আধুনিক রচনা যা এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বলা চলে, তার মধ্যেও রয়েছে গভীরভাবে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের বিশ্বাসের প্রকারণ কিয়ের্কেগার্ডের মতে বুদ্ধিমান মানুষের বৌদ্ধিক নৈরাশ্যেরএকটা বড় কারণ --- ঈশ্বর বিশ্বাসের অভাব এব অন্ততঃ এ ব্যাপারে, অনেক লেখকই যাঁরা কিয়ের্কেগার্ডের ভক্ত নন---তাঁর সঙ্গে একমত হবেন।

কিন্তু এই বইয়ের শেষে এমন একটি দুটি উক্তি আছে যা অনেক পাঠককে অবাক করবে এবং করেছে। আমরা এখন সেই প্রসঙ্গে যেতে চাই। এই বইয়ের প্রথমাংশের তৃতীয় পরিচ্ছেদে "নৈরাশ্যের নানারূপ" বা Forms of Despair শীর্ষক আলোচনায় তিনি নৈরাশ্যকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন। এক ধরনের নৈরাশ্যবাদ যা স্থাণু এবং অপ্রাগ্রসর। এই নৈরাশ্য ভীত, সন্ত্রস্ত এবং যা নৈরাশ্যের গীর ব্যক্তি সত্ত্বাকে উন্মোচন করে না, তাকে আরও তীব্র করতে পারে না। এক্ষেত্রে ব্যক্তি তার নৈরাশ্যের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিয়ে টিকে থাকে। একে কিয়ের্কেগার্ড বলেছেন নঙর্থক নৈরাশ্য । এছাড়াও আরো একটি বিরাট সংখ্যক মানুষ---মূলত তাঁর মধ্যবিত্ত স্বদেশবাসী যাঁরা অনেকেই নিজেদের খৃষ্টান ভাবেন ও বলেন---তাঁদের সম্বন্ধেকিয়ের্কেগার্ড অনেক তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেছেন এবং সে মন্তব্যেআমরা একটু পরে ফিরে আসব। এবং দ্বিতীয় ও

প্রধান নৈরাশ্যের যে বিশ্লেষণ এই বইয়ে তিনি করেছেন এবং যার কিছু আলোচনা আমি উপরে করেছি অর্থাৎ যে নৈরাশ্য বা শূন্যতা মানুষকে তার নিজের সত্বার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়, যে নৈরাশ্যের উৎপত্তি ঈশ্বরে অবিশ্বাস ---যেহেতু বিশ্বাস রীতিমত অসম্মানকর (offence) তাকে কিয়ের্কেগার্ড, বইয়ের শেষে আখ্যা দিয়েছেন ইতিবাচক (positive) কারণ এই অবিশ্বাস অনেক দুর পর্যন্ত, একেবারে অবিশ্বাসের শেষপর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। -'the last form of offence is that about which we are speaking in this chapter, the positive form, It declares that Christianity is falsehood and a lie, it denies Christ (that He existed and that he is what he claimed to be) either docetically or rationalistically……." ।

নৈরাশ্যের এই রূপকে positive অ্যাখ্যা দেওয়ার কি কারণ থাকতে পারে ? তাহলে কি খৃষ্টিয় ধর্মবিশ্বাসের বিকল্প হিস াবে কিয়ের্কেগার্ড ধরে নিয়েছিলেন এক নিখাদ নাস্তিবাদ (nihilism) কে ? আমার তা মনে হয় না। খৃষ্টিয় বিশ্বাসে প্রো থিতমূল হওয়া সত্বেও উনি খুব পরিষ্কারভাবে ভবিষ্যৎ দেখতে পেরেছিলেন ; এবং বোধহয় এটাও উনি বুঝেছিলেন যে খৃষ্টধর্মকে বুদ্ধিজীবী ও ভাবুক মহলে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার তাঁর চেষ্টা সফল হবে না। সফল হয়নি। আজ,আমাদের কাছে কিয়ের্কেগার্ড প্রাসঙ্গিক শুধু একটি কারণে। তাঁর রচনার, এখানে, ওখানে, সেখানে এমন কিছু কিছুচিন্তা ও অভিজ্ঞা ছড়িয়ে রয়েছে যা পরে আধুনিক চিন্তায় প্রবেশ করে, সে চিন্তার পুষ্টি সাধন করেছে। কিন্তু যে অপ্রতর্ক্য খৃষ্টিয় বিশ্বাসের কথা তিনি একটানা বলেছেন, আদিপাপের সন্ত্রাস ও আদিম বিশ্বাসের যে রূপরেখা তিনি দিয়েছেন তা আধুনিক ইউরোপ নিতে আর যারা অন্য সংস্কৃতি থেকে আসছি --- আমাদের পক্ষে আরো বেশী কঠিন ; কাজটা যে কত কঠিন তা দেখবার জন্য আমি দুটি ছোট গল্পের কথা বলব একটি বিদেশী একটি দেশী এখানেও আমি শু করছি কিয়ের্কেগার্ডের কয়েকটি উক্তি নিয়ে।

তাঁর হাজার হাজার স্বদেশবাসী যাঁদের জীবনে কোন গভীরতা নেই, কোন নৈরাশ্য বা অন্তর্দ্বন্দ্ব বা অবিশ্বাস নেই অর্থাৎ যঁ ারা একেবারেই সাধারণ মানুষ---তাঁদের প্রতি পুঞ্জীভূত অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্য ছুঁড়ে দিয়ে কিয়ের্কেগার্ড এই সদ্য আলো চিত বইটিতে লিখেছেন জ্ঞ-'ন্ননন্দ্রন্দ্ব ন্তপ্সপ্পন্দ্ববদ ত্রক্ষ্ণন্স ব্ধপ্স ড়নপ্প ত্রন্দ্রব্ধন্দ্বক্তত্রপ্তপ্ত ম্ভব্ধ-'ড়ন্দ্ব ত্ন্দ্বন্দ্বক্ত ভ্রনপ্তপ্ত ন্ধ্ব ড়নপ্পবন্দ্বপ্তন্দ্রত্রব্ধন্ত*, বদপ্স ড়ন্দ্ব ব্দ্রভ্বদ, ণ্ড্রন্দ্ব ত্প্সভ্রত্রন্তশুত্বনক্তন্দ্ববদ বদপ্সপ্পন্দ্ব প্তনব্ধব্ধপ্তন্দ্ব ভ্রুস্তন্দ্বক্তবদব্ধস্তন্দ্ব প্সন্দ্র প্তনন্দ্রন্দ্ব, ড়ন্দ্ব প্তন্দ্রক্তবদ ব্ধপ্স নপ্পনব্ধব্ধন্দ্ব ব্ধড়ন্দ্ব প্সব্ধড়ন্দ্বক্ত প্পন্দ্ধ, ত্প্সব্ধড়ন্দ্ব ড়প্সভ্র ব্ধড়ন্দ্বন্ত প্পন্দ্বন্দ্ব ব্ধপ্স প্তন্নন্দ্ব,ত্রস্ত বদপ্স ড়ন্দ্ব ব্ধপ্স প্তন্নন্দ্ববদত্রন্দ্রব্ধন্দ্বক্তত্র বদপ্সক্তব্ধ. ঢ় ট্রড়ক্তন-বদব্ধন্দ্বস্তপ্সপ্প ড়ন্দ্ব ব্ধপ্সপ্স নবদত্র ট্রড়ক্তনবদব্ধন্ত্র, ব্ধপ্সন্দ্ববদ ব্ধপ্স ন্তড়ভ্রক্তন্তড় ন্দ্বন্দ্বক্তন্ত ত্রভ্রস্তন্ত, ড়ন্দ্রক্তবদত্রস্ত ভ্রুস্তন্দ্বক্তবদব্ধস্তবদ ব্ধড়ন্দ্ব ত্নক্তবদপ্স, দ্বন্দ্ব, ব্ধড়ন্দ্বন্ত ভ্রুস্তন্দ্বক্তবদব্ধস্ত প্সন্দ্বত্রপ্সব্ধড়ন্দ্বক্ত, ড়ন্দ্ব স্তনন্দ্ববদ ব্ধড়ন্দ্ব ন্দ্রক্তবদপ্স ন্দ্বক্তপ্সস্তভ্রন্তন্দ্ববদ ড়নপ্প ন্দ্বপ্স ন্দ্বব্ধন্দ্বক্তনব্ধন্ত ন্দ্রপ্সক্ত ব্ধড়ন্দ্ব ন্দ্বক্তনন্তন্দ্ব প্সন্দ্র ব্ধন্দ্ব স্তপ্সপ্তপ্তক্তবদ ---ম্ভব্ধ ত্র বদন্দ্বপ্তন্দ্র ড়ন্দ্ব ভ্রুবদ ত্প্সব্ধত্রস্তত্র বদন্দ্বপ্তন্দ্র ড়ন্দ্ব স্তনস্ত ত্প্সব্ধ ন্ধন্তপ্সপ্পন্দ্ব.*।

আমি জানিনা, টলষ্টয় --বিশ্ব সাহিত্যে একটি বিশাল নাম --- কোনদিনও কিয়ের্কেগার্ড পড়েছিলেন কিনা । বে াধহয়পড়েননি ; বোধহয় তাঁর জীবদ্দশায় কিয়ের্কেগার্ডের রচনা জার্মান কিম্বা শ ভাষায় অনূদিত হয়নি। * টলষ্টয় ছিলেন গভীরভাবে খৃষ্টান ও কিয়ের্কেগার্ডের মত তিনিও ছিলেন তাঁর দেশের চার্চের বিদ্ধে। তাঁর বিখ্যাত গল্প "দ ডেথ্ অফ্ ইভ ান ইলিচ্" একটি অতিশয় সাধারণ---পেশায় উকীল ---মানুষের জীবন ও মৃত্যুর কাহিনী ।এই সাধারণ মানুষটির জীবন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় কিয়ের্কেগার্ড বর্ণিত সাধারণ মানুষের সঙ্গে। মনে হয় কোন তণ লেখক কোন প্রবীণ লেখককে গভীর মনোযোগে নকল করেছেন। এই ****

* সম্প্রতি মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি Kierkegaard Institute খোলা হয়েছে। ষ্ট্যালিনের আমলে সোভিয়েত ইউনিয়নে কিয়ের্কেগার্ডের রচনা আরো বিখ্যাত লেখক ও দার্শনিকদের রচনার মত নিষিদ্ধ ছিল।

**** উদ্দেশ্যহীন, চিন্তাহীন, আধ্যত্মিকতাহীন মানুষটির সারা জীবন কেটেছে তাঁর নিজের শ্রেণীভুক্ত লোকদের ভাবভঙ্গী, চি বক্তব্য নকল করে। তারপর এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তাঁর যখন মৃত্যুর সময় হল তখন তিনি বিশ্বাসই করতে পারছেন না তাঁর এখন চলে যাবার সময় ; মৃত্যু সম্পর্কে কখনো চিন্তাই করেন নি তিনি। একটা তীব্র আক্রোশে ফেটে

পড়লেন তাঁর পারিপার্শ্বের উপর ; স্ত্রী, পুত্র - কন্যা, বন্ধুবর্গ এমনকি ডাক্তারেরা, সকলেই এখন শত্রু। মৃত্যু যত এগিয়ে আসছে ইভান ইলিচের দুর্ভোগও বাড়ছে। প্রায়শঃই বিস্রস্ত - বসন, মলমুত্র ত্যাগের ক্ষমতা আয়ত্তের বাহিরে ; সরকারী উকীল এখন গৃহের পরিচারকের হাতে একটা পঙ্গু, গৃহপালিত পশু মাত্র। ইভান ইলিচের মৃত্যু একটা কীট কিম্বা পতঙ্গের মৃত্যু। কি অসামান্য দক্ষতা --- লিখতে বাধ্য হচ্ছি---এবং নির্মমতারসঙ্গে এই মৃত্যু বর্ণিত হয়েছে তা একমাত্র যাঁরা এ কাহিনী পড়েছেন তাঁরাই জানেন । এই কাহিনীর মধ্যে কোথাও আদিপাপ বা শেষ বিচারে'র উল্লেখ নেই ; কিন্তু সমগ্র গল্পটি একটি গভীর খৃষ্টিয় জীবনবীক্ষার মশলা দিয়ে সাঁতলে নেওয়া হয়েছে। মৃত্যুর এই ভয়াবহ রূপ অনেকেই মেনে নেবেন না। আমাদের দেশের একজন লেখক মেনে নেননি।

১৯৬৮ সালের কোন একটি শারদীয় সংখ্যায় (হয় দেশ আনন্দ বাজার পত্রিকা'.) বুদ্ধদেব বসুর একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। নাম পরমেশ ভট্টাচার্যের মৃত্যু। স্থান এবং কাল আমার ভালই স্মরণে আছে ; এ লেখা পড়ার কয়েকদিন পরে কালীপুজোর আগেই, ফরাসী সরকারের একটি দীর্ঘমেয়াদী বৃত্তি নিয়ে দ্বিতীয়বারের মত আমি দেশত্যাগকরেছিলাম। গল্পটি ও আমার মনে আছে যদিও গত পঁয়ত্রিশ বছরে গল্পটি আর আমার হাতে আসেনি। দুটি গল্পের শিরোনামের বিস্ময়কর সাদৃশ্য এবং দুটি গল্পের বস্তু বক্তব্যের অসেতু -সম্ভব ব্যবধান আমাকে চমকে দিয়েছিল।বুদ্ধদেব বসুর গল্প টয়ষ্টয়কে জবাব দিয়ে লেখা, এ বিশ্বাসে আমি বদ্ধমূল। এই গল্পের মরণাপন্ন নায়ক পরমেশ কোন সাধু, সন্ন্যাসী বা যোগী নন। ইনি একজন ভাষাতাত্ত্বিক পন্ডিত ; অধ্যয়ন ও গবেষণার মূল বিষয় ছিল রোমানি অর্থাৎ ইউরোপের জিপসীদের ভাষা যার সঙ্গে উত্তর ভারতের ভাষাগুলির সঙ্গে প্রভূত মিল --- শোনা যায় জিপসীদের আদি দেশ ছিল পাঞ্জাব ও রাজস্থান --- এবং হয়ত বিদেশের জার্নালে তাঁর কিছু প্রকাশিত প্রবন্ধও আছে কিন্তুকোন আন্তর্জাতিক পুরস্কার কিছু নেই। নিঃসন্তান ও বিপত্নীক। প্রৌঢ়ত্বের শেষে এখন তাঁর মৃত্যুর সময় এবং তারজন্য তিনি প্রস্তুত কিন্তু নিজের মলমূত্রে আবৃত কোন কীট বা পতঙ্গের মত নয়, তাঁর শরীর যতই ধীরে ধীরে অবশ হয়ে আসত, প্রত্যঙ্গরা আর স্বাভাবিভাবে সক্রিয় নয়, তাঁর পরিপার্শ্ব অবর্ণনীয়ভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে একদিকে এক নিবিড় শান্তি অন্যদিকে এক প্রায় অলৌকিক অভিজ্ঞতার হাতছানি। সঙ্গে সঙ্গে অতীতের কথাও মনে আসত, বিশেষত তাঁর প্রয়াত স্ত্রী, ফুল, আলো বিয়ের রাত ইত্যাদি। সব মিলিয়ে এ যেন আর একটা নতুন জীবনের প্রস্তুতি।এই ছিল বুদ্ধদেব বসুর ঐ কাহিনীর মূল বস্তু এবং এটা পড়ে অনেকে হয়ত বেদান্ত দর্শনের কথা ভেবেছিলেন, মৃত্যুর মূহূর্তে আত্মন- ব্রহ্মাণের সম্মিলন কিম্বা কিছু রবীন্দ্র সঙ্গীত যথা ''তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে'' বা ''মনে হ'ল যেনপেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ'' বা ''আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার '' ইত্যাদি। কিন্তু ও প্রসঙ্গ এখানে টেনে আনার কোন অভিলাষই আমার নেই। আমার মূল বক্তব্য এ প্রসঙ্গে, এই গল্পের পিছনে টলষ্টয়ের অদৃশ্য উপস্থিতি আছে। তাঁর নামোল্লেখ অবশ্যই নেই। থাকার কথাও নয়। এটা বাগ বিতণ্ডা বা কোন বিতর্ক নয় ; এটা শুধুমাত্র একটি মৃদু প্রতিবাদ। বুদ্ধদেব বসু সারা জীবন ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ছিলেন ; বলেছিলেন বুদ্ধিজীবী মাত্রই উদ্বাস্তু ---অর্থাৎ মনের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যে কোন দেশের সরাইখানায় ঢুকতে প্রস্তুত। কিন্তু ইভান ইলিচেরবীভৎস মৃত্যুর বর্ণনা উনি মেনে নিতে পারেন নি তাই প্রয়োজন হয়েছিল একটি বিকল্প বর্ণনার। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে ঐ ধরনের বীভৎস মৃত্যু কোন ভারতীয়র হয় না। অবশ্যই হয় কিন্তু এক ঝিবরেণ্য লেখকতাঁর প্রতিভার বিপুল ভান্ডারকে কাজে লাগিয়ে যে মর্মন্তুদ গল্পটি লিখেছিলেন, তার একটা বিকল্প খাড়া করার প্রয়োজন ছিল।

কিয়ের্কেগার্ডকে নিয়ে আমাদের একই সমস্যা যে তাঁর রচনাকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করে নেওয়ার প্রধান প্রতিবন্ধকহয়েছে----শুধু আমাদের কাছে নয়, এমনকি আধুনিক ইউরোপীয় পাঠকদের অনেকেই কাছেই তা হল তাঁর খৃষ্টধর্মসম্পর্কে পাদ্রীশোভন পক্ষপাতিত্ব এবং তাকেই উদ্ধারের একমাত্র পথ বিবেচনা করা ।এতাদৃশ ধারণা, আজ, এই নতুন শতাব্দীর প্রত্যুষে আর গ্রহণযোগ্য নয়। এতদ্ সত্ত্বেও, The Sickness unto Death একটি অবশ্য পাঠ্য রচনা কারণ এরই মধ্যে রয়েছে আধুনিকতার একটি গুত্বপূর্ণ উৎস। অর্থাৎ একজন বুদ্ধিমান মননশীল মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিয়ে ঠিক কি ধরনের নৈরাশ্য, শূন্যতা ও উদ্দেশ্য হীনতায় আক্রান্ত হতে পারে তারই ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ।

কিন্তু বিশ শতকের সাহিত্যে যে আধুনিকতা আমরা দেখেছি তা আরো অনেক দূর এগিয়ে অন্যদিকে বেঁকে গেছেতৎকালীন ঐতিহাসিক ঘটনার চাপে। ঈশ্বরের অনুপস্থিতির প্রশ্ন অবশ্যই মাঝে মধ্যে ফিরে এসেছে ; যেমন বেকেটে (Beckett)-র রচনায় কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের প্রচন্ডধাক্কা এই আধুনিকতাকে একটা নতুন মাত্রা দিয়েছিল ; সভ্যতার অবক্ষয়, সব কিছু ধবংস হয়ে যাবার দুঃস্বপ্ন আর সেই সঙ্গে নিঃসঙ্গতা, নৈরাশ্য, সমাজ থেকে বিচিছন্নতা ওশূন্যতার সম্মিলিত প্রভাবে অন্য এক আধুনিকতার সৃষ্টি হয় যাঁর প্রতিফলন হয়েছে ভালেরির শেষ দিকের এবং টি. এস. এলিয়টের প্রথম দিকের রচনায় হেরমান হেসের প্রায় সব রচনায়, রবার্ট মুসিল (Musil), হেরমার্ন ব্রখ (Broch)-এর উপন্যাসগুলিতে । এই আধুনিকতার সঙ্গে কিয়ের্কেগার্ডের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। বাংলা কবিতায় এই আধুনিকতার বলিষ্ঠতম প্রতিনিধি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। উনি এসেছিলেন একটু পরে।

জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের উত্থান এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তান্ডব এবং স্বাধীনতার আগে ও পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎস দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে, সুধীন্দ্রনাথ তার যৌবনের ভাবালু রোমান্টিকতা ("যে ভোলে ভুলুক কোটি মন্বন্তরে / আমি ভুলিব না..." ইত্যাদি) বিসর্জন দিয়ে যে নৈরাশ্য, নিঃসঙ্গতা, শূন্যতা ও মানুষের উত্তরণের অসম্ভাব্যতার কথা যেভাবে উনি বলেছেন। তাঁর ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত সংবর্ত নামক কবিতাগুচছ তার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কিছু আধুনিক রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতায় আছে বলে আমি জানিনা। যে শূন্যতার কথা উনি বারবার বলেছেন তা অপ্রতিকার্য ; তার থেকে কোন মুক্তি নেই। অবশ্যই কয়েকটা নকল ভাবভঙ্গী ছাড়া যথা নাটকী নায়ক - রূপে আজীবনদেখেছি নিজেকে বা নিখিল নাস্তির মৌনে সোহংবাদ করেছি ধবনিত। এগুলো লেখা হয়েছে ব্যঙ্গের সুরে। এবং নিঃসঙ্গতা সামগ্রিক সুড়ঙ্গের শেষে কোন আলো নেই। এমন কেউ নেই যার মুখোমুখি বসে দুদণ্ড শান্তি পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ক্ষণবাদী দর্শনের প্রভাব পড়েছিল সুধীন্দ্রনাথের উপর। তার স্বীকারোক্তি আছে সংবর্তের ভূমিকায়। ঈশ্বরের অভাবের কথা আছে তাঁর দু -একটি কবিতায় কিন্তু ঈশ্বরে ফিরে যাবার কোন আকুতি তাঁর প্রকাশিত রচনার কোথাও আমি লক্ষ্য করিনি। সমগ্র জাতির জন্য সুধীন্দ্রনাথ লেখেননি ; সেরকম কোন দায়িত্বত্ত বোধহয় তাঁর ছিল না। যাঁরা অলস এবং নিজেদের প্রস্তুত করেননি তাঁরা বলেন সুধীন্দ্রনাথ দুর্বোধ্য। তাঁদের কাছে আধুনিক সাহিত্যের একটা বিরাট অংশ দুর্বোধ্য লাগবে। আমি অনেক শিক্ষিত, তৈরী-না-থাকা ইংরেজকে বলতে শুনেছি যে হপ্‌কিন্স এবং জেমস জয়েস দুর্বোধ্য। অতএব স্পিনোজা (Spinoza)-র সেই বহু উদ্ধৃত বাক্যটি এখানে উদ্ধৃত করছি জ্ঞ-'টুপ্তপ্ত ন্দ্বপ্রন্তন্দ্বপ্তপ্তন্দ্ব্দ্ধ ব্ধড়ন্ধব্দত্রজন্দ্বত্রব্দ স্তুনন্দ্রন্দ্রনন্তত্তপ্তব্ধত্রব্দ ব্ধড়ন্দ্বস্তত্রজন্দ্ব জ্জ্রজন্দ্ব.* ছড্রব্ধড়নন্তব্দ, ট্রড্রন্ধব্ধন্দ্বজ দ্দ, ত্রন্দ্বন্তব্ধনঙ্ক ৪২)

যে আধুনিকতার ইঙ্গিত কিয়ের্কেগার্ডের রচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি তা বিশ শতকে আরো পরিণত হয়েছে, আরো বেশী ঘনত্ব ও গভীরতা পেয়েছে দুটি ভিন্ন ---কিন্তু ঘনিষ্টভাবে জড়িত ধারায়। একটি দর্শন ও অন্যটি সাহিত্যে। দর্শনে, Paradox, প্রাতিস্বিকতা, সময় সম্পর্কে কিছু চিন্তা---যা আজ দর্শনের ছাত্রদের কাছে সুপরিচিত বিষয় সেগুলির প্রথম সূত্রপাত কিয়ের্কেগার্ড করেছিলেন। এবং আধুনিক বা বিশ শতকের সাহিত্যে য়ে আধুনিকতা একটা নিজস্ব আকার বা চরিত্র নিয়েছে তার আংশিক সূত্রপাত কিয়ের্কেগার্ডের রচনায় থাকলেও সেটা গড়ে উঠেছে দুটি মহাযুদ্ধ--- অর্থাৎ ইতিহাসের প্রভাবে।

আমাদের সময় ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে শেষ করার আগে একবার দেখা দরকার ঠিক এই মুহূর্তে কিভাবে আধুনিকতার রাস্তা খুলে দিয়েছে---এটা অনেক স্বীকার কন বা নাই কন---সেই উত্তর -আধুনিকতার পরিপ্রেক্ষিতে এখন কিয়ের্কেগার্ডের আলোচনা কিভাবে হয়েছে সে - সম্পর্কে একটা ক্ষিপ্র দৃষ্টিপাত সমীচীন হবে বলে মনে করি ;যদিও আমাদের আজকে বিষয় কিন্তু আধুনিকতা, উত্তর আধুনিকতা নয়।

আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগে, ১৯৯৩ সালের নভেম্বর মাসে, মাত্র চবিবশ ঘন্টার মধ্যে, দুটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল কিয়ের্কেগার্ডের উপর, ইংলিশ চ্যানেলের এদিকে একটি ও ওদিকে অপরটি। শুক্রবার ১৯ শে নভেম্বর, ১৯৯৩, ফ্রান্সের

Le Monde পত্রিকার, শুত্রবার সাহিত্যে ত্রোড়পত্রে ফিলিপ সোল্যারের একটি গ্রন্থ পর্যালোচনা বা বুক রিভিউ এবং পরের দিন, শনিবার ২০শে নভেম্বর লন্ডনের The Guardian পত্রিকায় জুলিয়ান ইভান্সে (Julian Evans)-র একটি প্রবন্ধ, এটিও গ্রন্থ পর্যালোচনা । আমি কর্ত্তিতাংশ বা Cutting রেখেছিলাম। তখন আমি লণ্ডনে। ফিলিপ সোল্যার ছত্নড়নপ্তুনম্মান্মান্দ্ব ত্রপ্সপ্তুপ্তুন্দ্বজব্দগ্ন, ত্রব্ধজত্তন্তব্ধত্তজ্জ্রপ্তুনব্দব্ধ গোষ্ঠীর সঙ্গে যুত্ত ছিলেন ; রোলাঁ বার্থ, জুলিয়া ত্রিস্তেভা প্রমুখদের বন্ধুস্থানীয় কিন্তু উত্তর আধুনিকদের অন্যতম নন। ওঁর লেখার ভঙ্গী শান্ত। উনি Either / Or এবং Sickness unto Death -এর দুটি আনকোরা নতুন অনুবাদ (শেষোত্ত বইয়ের যে ফরাসী অনুবাদের কথা আমি আগে উল্লেখ করেছি সেটি পুরানো অনুবাদ) প্রসঙ্গে আলোচনা কালে উনি কিয়ের্কেগার্ডের বত্তব্যকেই তুলেধরেছেন।নতুন কোন কথা নেই। এ-ব্যাপারে আমার নিজেরও কিছু বলার নেই।

ইভান্সের প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে রাজার পুলের লেখা একটি বই কিয়ের্কেগার্ডের উপর, (Kierregaard: The Indirect Communication)। আমি এ বই পড়িনি। কিন্তু ইভান্সের লেখা বেশ ধারালো বা ঝাঁঝালো। প্রথমেই ইনি অক্সব্রিজের অধ্যাপকদের এক হাত নিয়েছেন, তাঁদের ঔদাসীন্যকে আত্রমণ করে। সার্ত্র এবং ভিৎগেনষ্টাইনকেও সমালোচনা করেছেন যেহেতু তাঁরা কিয়ের্কেগার্ডের প্রতি ভত্তিপ্রণত নন। সেটা তো সম্ভব নয়। বিশেষতঃ সার্ত্রছিলেন নাস্তিক।

এবং কিয়ের্কেগার্ডের লিখন আলোচনা করে, ইভান্স, পূর্ণ সমর্থনের সঙ্গে রাজার পুলের একটি বত্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, যথা ঃ -'He (Kierkegaard) realized long before Derrida that meaning is a scattered dissemination of signifiers. You can never get at the Signified, and if you take advantage of that as a novelist that's the best you are going to do." কিয়ের্কেগার্ডকে ঔপন্যাসিক বললে আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু পরোক্ষভাবে তাঁকে দেরিদার পূর্বসূরী বলতে আমি রাজী নই। দেরিদা যাকে dissemination বা বিক্ষেপণ বলেছেন সেটার মধ্যে একটা স্ববিরোধের ব্যাপার আছে---- অর্থ - বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকার নিদিষ্ট ব্যাখ্যা সম্ভব নয় এবং প্রায়শঃই একাধিক অর্থ পরস্পর বিরোধী। কিয়ের্কেগার্ডের রচনায় নানা বস্তু অবশ্যই রয়েছে কিন্তু তার মূল বত্তব্য স্ববিরোধী নয়। বলা যেতে পারে যে, রূপকার্থে, একটি হাতুড়ীর সাহায্যে তিনি তার বত্তব্যগুলি পাঠকদের মাথায় ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। যাই হোক, এটা প্রধান সমস্যা নয়। যে প্রাতিস্বিকতা বা self এর কথা কিয়ের্কেগার্ড বার বার বলেছেন তাতে দেরিদা বা উত্তর আধুনিক ভাবুকরা কেউই শ্বাস করেন নি। ঐ প্রাতিস্বিকতা একটা কার্তেসীয়া (Cartesian) রূপকথা যার বীজ মন্ত্র রয়েছে Cogito ergo Sum এর মন্ত্রে। জাক লাঁকা থেকে অনেকেই এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন এবং এ-প্রসঙ্গে আমি আরো একজন সমসাময়িক ভাবুকের কথা উল্লেখ করব যাঁর নাম উত্তর - আধুনিকতার সঙ্গে কোনভাবেই জড়িয়ে নয়। তিনি আডোর্নো ছব.ভ্র. ট্রস্তুপ্সজ্জপ্স) যিনি যৌবনে কিয়ের্কেগার্ডের চিন্তাকে সমালোচনা করে একটি বই লিখেছিলেন ; সেবইটি আমার পড়া নেই। কিন্তু পরে, দ্বিতীয় যুদ্ধের অব্যবহিত পরে লেখা তাঁর বহুপঠিত বই Minima Moralia -র মধ্যে কিয়ের্কেরগার্ডের authentic self সম্পর্কে যা বলেছেন তা এখানে স্মর্তব্য। -'kierkegaard's doctrine of existence have made the ideal of authenticity a centerpiece of metaphysics," এই কথা বলে, আমরা যখন নিজেদের নিজস্ব সত্ত্বা ধরবার বা অভিজ্ঞতায় আনার চেষ্টা করি তখন কিভাবে আমরা ব্যর্থ হই এটা চিত্রিত করে শোপেনহাওয়ার বলেছেন -'…in trying to grasp ourselves, we clutch shuddering, at nothing but an insubstantial ghost"।৩৫ অন্তঃসারশূন্য আইডিয়া, একটি প্রেত । উত্তর আধুনিকদের বত্তব্য একই।

কিয়ের্কেগার্ড হেগেল- বিরোধী হতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং খানিকটা সফলও হয়েছিলেন কিন্তু দেকার্তের হাত থেকে মুত্তি পাননি ; হয়ত মুত্তি খোঁজেনও নি। সুতরাং উত্তর - আধুনিক চিন্তার তাঁর আদৌ কোন যোগসূত্র নেই। এ দুটো চিন্তা পরস্পর বিরোধী।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com